ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ১৬ সংখ্যা ঃ ২৫ মাঘ-১ ফাল্গুন, ১৪২০ ঃ ৮ ফেব্রুয়ারি - ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, ০৭ রবিঃসানি-১৩ রবিঃসানি, হিজরি ১৪৩৪, ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

যাঁরা টেট নিয়ে সরব, বাম আমলের

কলেজ সার্ভিস কমিশন দুর্নীতিতে নীরব কেন

আজাদ বাউল

হঠাৎই ‘টেট কেলেঙ্কারী’ নিয়ে বাংলার কিছু বুদ্ধিজীবী চ্যানেল প্যানেল মাতাচ্ছেন। যেন পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় চাকরির ক্ষেত্রে কোনওদিন অনিয়ম ঘটেনি। বিস্ময়কর ব্যাপার যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী আজ টেট নিয়ে সরব তাঁরা কেউই মাথা সোজা করে বামজমানার কলেজ শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের কথা বলতে পারছেন না। কারণ, যাদবপুর বিশ্ববিদালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসতের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক কলেজে যে সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা আছেন তাঁদের অনেকেরই নিয়োগে শুধুমাত্র সিপিএম আনুগত্য ও বাবা কাকা শ্বশুর মশাইদের ‘ক্যাচ’কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত কৌশলে আইনকে এড়িয়ে বোর্ড ম্যানেজ করে একের পর এক নিয়োগ করছে। বামফ্রন্ট এ ব্যাপারে আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লকের কোটায় একটু আধটু কৃপা করলেও একচেটিয়া সিপিএমে পরিবারের প্রার্থীদের নিয়োগ করেছে। সায়েন্টিফিক রিগিং-এর মতোই সায়েন্টিফিক নিয়োগ চালিয়েছে সিপিএম পরিচালিত কলেজ সার্ভিস কমিশনের অজিত বণিকের মতো পার্টিজান শিক্ষাবিদরা। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগের ক্ষেত্রেও একচেটিয়া শিক্ষাবিদ যোগান দিয়েছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। বিনিময়ে স্বজনকে সম্মানজনক ভাবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে করে খাবার ব্যবস্থা করে দেয়। সিপিএম-এর ‘দিবে আর নিবে মিলাবে আর মিলিবে’ নীতিতে বহু যোগ্য মেধাবী চাকুরি প্রার্থী জীবনের মতো চাকুরি হারিয়েছেন। নীরবে নিভৃতে অভিশপ্ত করেছে বাম শিক্ষানীতির ‘লালীকরণ’ ও ‘অনিলায়ণ’ প্রথাকে।

দুটি ভ্যাকান্সি থাকা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।

বাম আমলের ওইসব শিক্ষাশহীদদের দীর্ঘ তালিকা আলিপুর বার্তা দফতরে এসেছে। কোন কলেজে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা কারা সিপিএম ধরে চাকরি পেয়েছেন তার দীর্ঘ তালিকা আমাদের হাতে এসেছে। এ ব্যাপারে একদা সদ্যপ্রয়াত বিজ্ঞানী অভি দত্ত মজুমদার তার টিম নিয়ে একটি মূল্যবান রিসার্চওয়ার্ক করে গিয়েছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অডিট হওয়ার ঘোষণা করলেও আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাম আমলে ‘স্লেট’ পরীক্ষার নানা দুর্নীতির চেয়েও ভয়ঙ্কর দুর্নীতি ঘটছে কলেজ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে। অজিত বণিক যখন কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তখন সাংবাদিকতার শিক্ষক নিয়োগে চূড়ান্ত দুর্নীতি হয়েছে। **কমিশনের ওয়েবসাইটে দুটি ভ্যাকান্সি থাকা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে দ্বিতীয়**

এরপর পাঁচের পাতায়

আলিপুর বার্তা’র আগাম খবর অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল

‘বেইমান’দের ভোটে হেরে গেলেন মালিয়াবাদি

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

অঘটন আজও ঘটে। এবং তা ঘটে প্রকাশ্যেই। গত সপ্তাহে রাজ্য রাজনীতির কলমে বলা হয়েছিল, ‘হেরেও যেতে পারেন মালিয়াবাদি’। এবারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার পঞ্চম আসনে আহমেদ সৈয়দ মালিয়াবাদির মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস বনাম সিপিআই(এম)-এর দ্বৈরথ শুরু হয়। হিসেব অনুযায়ী বামফ্রন্টের উদ্বৃত্ত বারোটি ভোটের কংগ্রেসের আটত্রিশটি ভোট একত্রিত হলেই জিতে যাবেন মালিয়াবাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ‘আলিপুর বার্তা’র ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়ে গেল বিচিত্র এক ঘটনায়। সুতির কংগ্রেস বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস ও গাজোলের বিধায়ক সুশীল রায় এবং বামফ্রন্টের আর এসপি’র দুই বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী (ময়নাগুড়ি), দশরথ তিরকে (কুমারগ্রাম) ও গলসির ফরোয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক সুনীল মণ্ডল ভোট দিয়েছেন আহমেদ হাসান ওরফে ইমরানকে।

রাজ্য রাজনীতি

আলিপুর বার্তা ১ ফেব্রুয়ারি - ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ (সাত)

হেরেও যেতে পারেন মালিয়াবাদি

পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার পঞ্চম আসনে আহমেদ সৈয়দ মালিয়াবাদির নির্বাচনী আঙ্গিনায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস বনাম কংগ্রেস-সিপিআই(এম)-এর দ্বৈরথ। সংখ্যার হিসেবে সিপিআই(এম)-এর উদ্বৃত্ত বারোটি ভোটের সঙ্গে কংগ্রেসের আটত্রিশটি ভোট একত্রিত হলেই জিতে যাবেন মালিয়াবাদি। কিন্তু শেষপর্যন্ত নাটক কোন পথে এগোয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবার রাজ্যসভার পাঁচটি আসন শূন্য হচ্ছে। কিন্তু প্রার্থী হচ্ছে ছ’জন। স্বাভাবিকভাবেই এবার পঞ্চম আসনটির জন্য ভোট হতে চলেছে। একসময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনে করা হয়েছিল তৃণমূল পঞ্চম আসনের জন্য কোনও প্রার্থী দেবে না। এরই মধ্যে শোনা যায়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হতে পারে। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো নির্বাচনের আগে এরকম কোনও সমঝোতায় ... ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। মনোনয়ন দেওয়ার পরে তিনি

শিশুরা মাতৃক্রোড়ে সোমেন কংগ্রেসে

অভিষেক ঘোষ

রাজনীতিতে বোধহয় সবই হয়। বোধহয় কেন সবই হয়। পশ্চিমবঙ্গ নামক বস্তুটির পরিচালনভার বর্তমানে যে দলটির ওপর সেই দলের জন্ম এই সোমেন মিত্রের জন্যই কিছু হাত ধরে নয়। অর্থাৎ মূলত সোমেন বিরোধিতার জন্যই এই তৃণমূল কংগ্রেস নামক দলটি তৈরি হয়েছিল। তৈরি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি আজ ‘রাজ্য বিমানে’র ককপিটে, পাইলটের আসনে।

ভাগ্যের কি খেলা – সেই কংগ্রেসকে রেখেই সোমেন চলে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। অর্থাৎ স্ববিরোধিতা করে বিধানভবন ছেড়ে সোজা তৃণমূল ভবন থুড়ি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। লক্ষ্য আধুনিক অতুল্য ঘোষ

তা, নিঃসন্দেহে সোমেন মিত্রের রাজনৈতিক জীবনে এক পরমপ্রাপ্তি।

ভালবাসা নামক তুলে রাখা মুকুটটা তো কর্মীরা ধুয়ে মুছে আগেই পরিয়ে দিয়েছে। আর সেই মুকুটে কোহিনূরের থেকে দামি হিরেটা বসিয়ে দিলেন সনিয়া। হ্যাঁ ঠিক। দূত হিসেবে ধারে ভারে মানানসই, অম্বিকা সোনী, সিপি যোশী ও শাকিল আহমেদদের মতো নেতানেত্রীদের পাঠিয়ে।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন থুড়ি সোমেনের প্রত্যাবর্তন রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেসকে যে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনবে সেটা অনিবার্য। কতজন সাংসদ, বিধায়ক বা নেতানেত্রী তাঁর দলবদলের সঙ্গী হলেন সেটা বড় কথা নয়। তবে দলে দলে একেবারে তৃণমূল স্তরের সমর্থক ও

আলিপুর বার্তা’র কাছে আগেই খবর ছিল, বিরোধীদলের সাতটি ভোট জমা পড়বে ইমরানের পক্ষে। আবু নাসের খান চৌধুরী (লেবু)-র ভোট বাতিল বলে গণ্য হয়। কারণ তিনি কংগ্রেসকে ভোট দিলেও ব্যালট পেপারের পিছনে সই করে দেন যা অবৈধ ভোট বলে গণ্য হয়। অন্যদিকে তৃণমূলের সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক শিখা মিত্র কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

অনন্তদেব অধিকারী সম্পর্কে আর এসপি’র সুভাষ নস্কর বলেছেন, তাঁর স্ত্রীও জানতেন না যে, তিনি তৃণমূলকে ভোট দেবেন। একজন শিক্ষক যিনি পিএসইউ (প্রোগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন - আর এসপি’র ছাত্র শাখা) থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি যে এমন কাণ্ড ঘটাবেন তা ভাবতেও পারিনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

অস্ত্র মামলায় বিএনপি-র নেতা সহ ১৪জনের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ

আলফাকে দিতেই চিন থেকে আনা হচ্ছিল অস্ত্র

রফিকুল ইসলাম সবুজ

ঢাকা: ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল রাতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তীরে সিইউএফএল জেটিঘাটে দুটি মাছ ধরার ট্রালার থেকে খালাস করে দশটি ট্রাকে ভর্তি করার সময় যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক করা হয়েছিল তা চিনে তৈরি এবং ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আলফাকে শক্তিশালী করতেই আনা হয়েছিল বলে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মহানগর দায়রা জর্জ ও বিশেষ ট্রাইবুন্যাল-১ এর বিচারক এসএম মজিবুর রহমান তার পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছেন। এই দশ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালান মামলায় মৌলবাদি জল জামায়ত ইসলামির আমির ও বিএনপি সরকারের প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, প্রাক্তন

(বামে) কারাগারে নেওয়ার সময় মতিউর রহমান নিজামী। (ডানে) অস্ত্র মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা বিএনপি নেতা লুৎফুজ্জামান বাবর এবং পরেশ বড়ুয়া সহ ১৪জনের ফাঁসির আদেশদেন এই বিশেষ ট্রাইবুন্যালের উপরোল্লিখিত বিচারক। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অন্যান্য অপরাধীর মধ্যে রয়েছে প্রাক্তন শিল্প সচিব নুরুল আমিন, বাংলাদেশের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইয়ের প্রাক্তন মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরি, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ আব্দুর রহীম, এনএসআইয়ের প্রাক্তন পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত উইং কমাণ্ডার সাহাব উদ্দিন আহাম্মদ, প্রাক্তন উপপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর লিয়াকত হোসেন, প্রাক্তন মাঠ কর্মকর্তা আকবর হোসেন খান,

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

সিআরপিএফ-এ মহিলা ও পুরুষ সাব ইন্সপেক্টর

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স ২৭১ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর (স্টেনো) নেবে।

যোগ্যতা:উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে ১০ মিনিটে ৮০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে ডিকটেশন নিয়ে ইংরাজিতে মিনিটে ৫০টি বা হিন্দীতে মিনিটে ৬৫ শব্দের গতিতে টাইপ করতে হবে।

বয়স:২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪-তে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তপশিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন

দৈহিক মাপ:পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি. (তপশিলি উপজাতিদের ১৬২.৫ সেমি.)। মহিলাদের ১৫৫ সেমি.(তপশিলি উপজাতিদের ১৫০ সেমি.)। বুকের ছাতি (শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি. ও ফুলিয়ে ৮২ সেমি.। তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ সেমি. ও ৮১ সেমি.। প্রার্থীর ভাঙা হাটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা ও সিরাজ ফিফি থাকলে চলবে না। ট্যারা হলে চলবে না। বর্ণান্ধ্যতা অযোগ্যতা বলে

বিবেচিত হবে।

বেতনক্রম: ৫,২০০ থেকে ২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা।

দরখাস্ত পদ্ধতি: www.crpf.gov.in ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করে নিন। দরখাস্ত পূরণ করে এবং প্রযোজনীয় সমস্ত নথিপত্র দিয়ে খামে ভরে ওপরে লিখবেন - অ্যাপ্লিকেশন ফর স্পেশ্যাল রিকুটমেন্ট ফর দ্য পোস্ট অফ এএসআই (স্টেনো) ইন সিআরপিএফ। দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি।

পরীক্ষা পদ্ধতি: প্রথম পর্যায়ে দৈহিক মাপজোকের পর হবে লিখিত পরীক্ষা, তাতে থাকবে ইংরাজী ভাষা, অংক, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও ক্লারিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড। দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ২০০ নম্বরের অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এতে পাশ করলে দ্বিতীয় পর্যায়ে টেকনিক্যাল স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউ হবে।

অষ্টম শ্রেণির পাশেদের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে গ্রুপ ডি

ফরাস, পিওন, আবদালি, বরকন্দাজ, দারোয়ান, নাইটগার্ড ও ক্লিনার পদে নিয়োগ করা হবে ৭০ জনকে গ্রুপ ডি পদমর্যাদায়। খেলোয়াড়, প্রাক্তন সমরকর্মীসহ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সমস্তরকম সংরক্ষিত প্রার্থীরা সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন।

যোগ্যতা:অষ্টম শ্রেণি পাশ প্রার্থীকে অবশ্যই ইংরাজি ও বাংলা লিখতে পড়তে জানা চাই। আবেদনকারীদের স্নাতক উত্তীর্ণ নন সেই মর্মে নির্দিষ্ট বয়ানে স্বীকারোক্তি দিতে হবে।

বয়স:১ মার্চ ২০১৪-তে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তপশিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

দরখাস্ত পদ্ধতি: www.calcuttahighcourt.nic.in ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করুন। দরখাস্ত এফোর মাপের কাগজে প্রিন্ট আউট করে নিজের হাতে পূরণ করবেন সঙ্গে দু-কপি পাসপোর্ট মাপের ফটোসহ সমস্ত শংসাপত্রের সেল্ফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি এবং ফিজ জমা দেওয়ার চালানের প্রিন্ট আউট দেবেন। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায় - THE REGISTRAR GENERAL HIGHCOURT, KOL-700001. দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিক ১ মার্চ।

পরীক্ষা পদ্ধতি: ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই হবে। পরীক্ষায় থাকবে অংক, ইংরাজি, সাধারণ জ্ঞান ও জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্ন।

মুর্শিদাবাদ পঞ্চায়েতে মাধ্যমিক ও স্নাতক নিয়োগ

গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতিতে জেলাস্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১০০-এর কাছাকাছি কর্মী নিয়োগ করা হবে। নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৩২(Rec)/p & rd.

শূন্যপদ: সাধারণ ৬, সংরক্ষিত ১৬।

যোগ্যতা: গ্রাজুয়েট সঙ্গে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা কোর্স। সোশ্যাল ওয়ার্কে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অথবা এ বিষয়ে বা গ্রাম উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বেতন: ৭,১০০ থেকে ৩৭,৬০০ টাকা, গ্রেড পে-৩,৬০০ টাকা।

নির্মাণ সহায়ক: শূন্যপদ ৪৮। সাধারণ ১৬, বাকি সংরক্ষিত প্রার্থী। এর মধ্যে খেলোয়াড় কোটায় ১টি আসন রয়েছে।

যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

বেতন: ৯,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক: শূন্যপদ ১১। সাধারণ ৩, বাকি সংরক্ষিত প্রার্থী।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলে অগ্রাধিকার।

বেতন: ৫,৪০০ থেকে ২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা।

অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক: শূন্যপদ ৪। সাধারণ ১, বাকি সংরক্ষিত প্রার্থী।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সরকারি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার।

বেতন: ৫,৪০০ থেকে ২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট

শূন্যপদ ১ তপশিলি জাতি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে ইংরাজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ, বাংলায় মিনিটে ২০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা।

বেতন: ৫,৪০০ থেকে ২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর: শূন্যপদ ৬। সাধারণ ২, বাকি সংরক্ষিত প্রার্থী।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে ইংরাজিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ, বাংলায় মিনিটে ২০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা। এছাড়া ৩ মাসের কম্পিউটার কোর্স করা থাকতে হবে। ডাটা এন্ট্রির কাজে ঘণ্টায় ৬ হাজার কি-ডিপ্রেশনের দক্ষতা থাকা দরকার।

বেতন: ৫,৪০০ থেকে ২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা।

সব পদের ক্ষেত্রে বয়স: গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ১৮-৪০ মধ্যে। পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ১৮-৪০ মধ্যে। তপশিলি ও প্রতিবন্ধীরা ৫, ওবিসিরা ৩, প্রাক্তন সমরকর্মীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। খেলোয়াড় কোটাতেও বয়সের কিছু ছাড় দেওয়া হবে।

খেলোয়াড় কোটার ক্ষেত্রে

খেলোয়াড়রা নিজেদের ইভেন্টের কোড উল্লেখ করবেন। কোডগুলি হল- অ্যাথলেটিক্স ০১, ব্যাটমিন্টন ০২, বাসকেট বল ০৩, ক্রিকেট ০৪, ফুটবল ০৫, হকি ০৬, সুইমিং ০৭, টেবিল টেনিস ০৮, ভলিবল ০৯, টেনিস ১০, ভারোত্তলন ১১, কুস্তি ১২, বক্সিং ১৩, সাক্লিং ১৪, জিমনাস্টিকস ১৫, জুডো ১৬, রাইফেল সুটিং ১৭, কবাডি ১৮, খোখো ১৯।

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষাতে মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্ন হবে।

এরপর পনেরো পাতায়

কলকাতা মেট্রোয় কারিগরী অ্যাপ্রেন্টিস

কলকাতা মেট্রো রেলে ইলেক্ট্রিশিয়ান ওয়েলডার, ফিটার, মেশিনিস্ট পদে ১৫জন অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করা হবে। এমপ্লয়মেন্ট নোটিশ নম্বর ০১/২০১৪/মেট্রো রেলওয়ে ডেটেড ১০.০১.২০১৪। মোট শূন্যপদের মধ্যে তপশিলি প্রার্থী দুই, তপশিলি উপজাতি এক, ওবিসি চার, শারীরিক প্রতিবন্ধী ১ পদ সংরক্ষিত রয়েছে।

যোগ্যতা: মাধ্যমিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই পাশ চাই।

বয়স: ১জানুয়ারি বয়স হতে হবে ১৫-২২ বছরের মধ্যে। তপশিলি প্রার্থীদের বয়সের উর্ধ্বসীমায় ৫ বছর , প্রতিবন্ধী ১০ বছর এবং ওবিসিরা ৩বছর পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

পরীক্ষাপদ্ধতি: মেধা তালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার টেস্ট দিয়ে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরি হবে।

আবেদনের ফিজ : ২০টাকা দিতে হবে পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে। কাটতে হবে FA and CAO/ Metro Railway/Kolkata-র অনুকূলে এবং প্রদেয় হবে জিপিও কলকাতা। সংরক্ষিত প্রার্থীদের ফিজ লাগবে না। এ-ফোর সাইজের কাগজে নিজের হাতে দরখাস্ত পূরণ করতে হবে। তাতে ডেপুটি চিফ পার্সোনেল অফিসার মেট্রো রেলওয়েকে উদ্দেশ করে। দিতে হবে নিজের নাম, বাবার নাম, জাতি, ধর্ম, জন্মতারিখ, বর্তমান ঠিকানা, নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন, স্থায়ী ঠিকানা, নিজের শনাক্তকরণের জন্য শরীরের দুটি চিহ্নের কথা। সঙ্গে সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের একটি সেল্ফ অ্যাটাস্টেড ছবি, আবেদন পত্রের সঙ্গে সেঁটে দিতে হবে। প্রার্থীর ঠিকানা লেখা ১০ ইঞ্চি ৫ ইঞ্চি মাপের দুটি খাম আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে।

অন্যান্য শংসাপত্রের অ্যাটাস্টেড জেরক্স এবং পোস্টাল অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায় ডেপুটি চিফ পার্সোনেল অফিসার মেট্রো রেলভবন,৩৩/১ জে এল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। এই অফিসে শনি , রবি ও যে কোন ছুটির দিন বাদে আবেদনপত্র বক্সে জমা দিতে পারেন।

শেষ তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি।

চাওয়া-পাওয়ার হিসেব করতে চান না বাঁটুল স্রষ্টা

অভিমন্যু দাস

ছবিঃ প্রতিবেদক

‘বাঁটুল দি গ্রেট’, ‘হাঁদা ভোঁদা’, ‘নন্টে ফন্টে’র নাম জানে না এইরকম বাঙালির সংখ্যা কম। আমাদের ছোটবেলার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এইসব কালজয়ী কমিকস। এই কমিকসগুলি মূলত প্রকাশিত হত ছোটদের দুটি জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকায়। তখন টিভি এতটা জনপ্রিয় ছিল না। ফলে টিভির পর্দার সামনে বসে এখনকার বাচ্চাদের মতো ‘কার্টুন’ দেখার অভ্যাস ছিল না। তাই আমাদের বাড়ির বড়রা বাচ্চাদের মন ভোলানোর জন্য এই কমিকসগুলো হাতে তুলে দিতেন। আজও বহুবাড়িতে এই কমিকসগুলো হয়ত যায়। তার জনপ্রিয়তা সেইভাবে কমেনি। আমাদের অজান্তেই কিন্তু ‘বাঁটুল দি গ্রেট’ পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে গিয়েছে। আসলে আমাদের দেশে কমিকস রচয়িতাদের কখনই সেইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হত না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাহিত্যিক মহল তাঁদেরকে সাহিত্যিক রূপে স্বীকৃতি দিতে চাইত না। অথচ বিদেশে কমিকস অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং তাঁর স্রষ্টাকে সাহিত্যিকের মর্যাদা দেওয়া হয়। বিদেশি কমিকসগুলো আমাদের দেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয়। তার অন্যতম উদাহরণ ‘টিনটিন’ বা ‘স্পাইডারম্যান’।

এবারের বইমেলায় ‘দীপ’ প্রকাশনী বাটুলের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে একটি ছোট অনুষ্ঠান করেন। সেখানেই তার স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের একদিন পরই হাওড়া শিবপুরে তাঁর বাড়িতে মুখোমুখি এক আলাপচারিতায় বেড়িয়ে আসে তার দীর্ঘ চলার পথের অনেক অজানা কাহিনী।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এই জনপ্রিয় কমিকস-এর যাত্রা শুরু। লেখকের কথায় ‘বাঁটুলের কয়েকবছর আগেই ‘হাঁদাভোঁদার জন্ম। যার বয়স এখন ৫৪ বছর। কিন্তু জনপ্রিয়তার নিরীখে বাঁটুল-এর কথা সকলে বেশি জানে। বাঁটুলের বেশ কয়েকবছর পর ‘নন্টে-ফন্টে’র আবির্ভাব হয়েছিল। তবে ‘বাঁটুল’ প্রথম দিকে ততটা জনপ্রিয় ছিল না। ’৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের যুদ্ধের সময় বাঁটুলকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে বাঁটুল ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আজও তার জনপ্রিয়তা একই আছে।’

বাঁটুল যে পঞ্চাশবছর পেরিয়ে যাবে তা কি কখনও ভেবেছিলেন কিনা সেই প্রসঙ্গে লেখক বেশ আনন্দের সঙ্গে জানান, ‘যখন শুরু করেছিলাম তখন ভাবিনি এর জনপ্রিয়তার কথা। কখনও ভাবিনি একটানা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ‘বাঁটুল’কে নিয়ে নানা মজার কাহিনী তৈরি করবো। শুধু বাঁটুল কেন হাঁদাভোঁদার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আজও যে এত মানুষের কাছে তত জনপ্রিয় এর জন্য সত্যিই গর্ব হয়। একটা সময় আমাদের কেউ সাহিত্যিকরূপে স্বীকৃতি দিতে চাইতো না। কিন্তু আজ ‘বাটুল’ বা ‘নন্টে-ফন্টের’র জনপ্রিয়তা সেই অধরা স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। আজকে আমাদের সাহিত্যিকরূপে মেনে নিয়েছে। ২০১৩ সাল আমার কাছে খুবই স্মরণীয় বছর। এই বছর আমাকে কেন্দ্রীয় সরকার শিশুসাহিত্যের জন্য ‘সাহিত্য অ্যাকাডেমি’ পুরস্কার দিয়েছে, এবং এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বঙ্গবিভূষণে সম্মানিত করেন। এই সবকিছুই কিন্তু হয়েছে বাঁটুল, হাঁদাভোঁদা, নন্টে-ফন্টে, গোয়েন্দা কৌশিক, বাহাদুর বেড়ালের আসামান্য সাফল্যের জন্য।

হাঁদাভোঁদা, বাঁটুল বা নন্টে-ফন্টের শুরু কীভাবে হয়েছিল এই প্রসঙ্গে লেখক জানালেন, ‘আমি মূলত অঙ্কন শিল্পীরূপে দেব সাহিত্যকুটিরে কাজ করতাম। হঠাৎ একদিন ছবির সঙ্গে গল্প লিখবার কথা বলা হল। শুরু হল এক নতুন চলার পথ। আমার চারপাশের ছোট ছোট বাচ্চাদের সারাদিনের দুষ্টুমি, মজা, খেলাধূলাসহ সমস্ত কিছু নিরিক্ষণ করা শুরু করলাম। তার মধ্যে থেকেই গল্পের কাহিনী গড়ে উঠতে লাগলো। এই ভাবেই হাঁদাভোঁদা কাণ্ডের যাত্রা শুরু। এর বেশ কয়েকবছর পর কর্তৃপক্ষ আবার সুপারিশ করলেন ছোটদের উপযোগী নতুন কিছু লেখার জন্য। বাঁটুল নামটা আগেই মাথায় এসেছিল। এবার তাঁকে ঘিরে কল্পনা করে তৈরি করা শুরু করলাম বাঁটুল দি গ্রেট। ততদিনে অবস্য হাঁদাভোঁদা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মাঝে প্রকাশনা সংস্থায় কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেই সময় কভারের জন্য প্রকাশক সংস্থার সুপারিশে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ‘বাহাদুর বেড়াল’ শীর্ষক একটি চিত্রকাহিনী লিখেছিলাম। সেটাও বেশ কিছু বছর টানা লিখেছিলাম। এইসময় মেয়েদের নিয়ে ‘মুটকি ও শুঁটকি’ নামক একটি কাহিনী চিত্র লিখেছিলাম, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। মূলত পাঠকের আপত্তির কারণে তা প্রকাশকেরা বন্ধ করে দেন। ষাটের দশকের প্রায় শেষের দিকে হঠাৎ করেই আমাকে এক বিকালে পত্রভারতী প্রকাশনার তৎকালীন কর্ণধার সাহিত্যিক দীনেশ চট্টোপাধ্যায় আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠান এবং অনুরোধ করেন পুজো সংখ্যার জন্য একটি কমিকস লেখার। সেই মতো লিখে দিয়েছিলাম। তারপর তিনি একপ্রকার জোর করেই আমাকে দিয়ে ধারাবাহিকভাবে মাসিক পত্রিকা কিশোর ভারতীতে ‘নন্টে-ফন্টে’ কাহিনী লেখানো শুরু করেন। যা আজও একইভাবে লিখে যাচ্ছি।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদাভোঁদা, নন্টেফন্টে, গোয়েন্দা কৌশিকের মতো কমিকস লেখার পর মনে কি কোনও ক্ষোভ বা অভিমান আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নারায়ণবাবু জানালেন, ‘না মনে কারো বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ বা অভিমান নেই। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের এই লেখার জীবনে যা পেয়েছি তা অনেক না পাওয়ার জ্বালাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে পাঠকদের অকুণ্ঠ ভালবাসাই অনেক না পাবার জ্বালাকে ভুলে যেতে সাহায্য করেছে। একটা সময় আমাদের কেউ সাহিত্যিক রূপে স্বীকৃতি দিতে চাইত না। কিন্তু আজ আর সেই পরিস্থিতি নেই। আজকে আমরা জাতে উঠে গিয়েছি। শিশু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছি। এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। আজকে দীপ প্রকাশণি আবার বাঁটুলের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান করল তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। আমি অভিভূত এবং আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানটি অবশ্য করার উচিত ছিল যাদের তারা অবশ্য কিছুই করেননি। তার জন্য মনে অভিমান আছে। কিন্তু তা নিয়ে কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করতে চাই না।আজকে যে সকল লেখক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের প্রায় সকলেই জীবনের বেশিরভাগ সময় একটি বিশেষ বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু নারায়ণ দেবনাথ তার ব্যতিক্রম। তিনি কোনও দিনই সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হননি।

এর কারণ কি তা জানতে চাইলে সদাহাস্য নারায়ণবাবু জানালেন, আমি যখন মধ্যগগনে, তখন সেই প্রকাশনা সংস্থা থেকে আমার ডাক এসেছিল। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তাঁর জন্য কোনও দুঃখ নেই। অনেকেই আমাকে সেইসময় এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়াকে ভুল বলে ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যাদের সাহায্যে আমি এতো নাম করেছি তাদেরকে ছেড়ে অন্য কোনও প্রকাশনায় যাইনি। একটি বিশেষ সংস্থার বাইরে থেকেও যে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছি এর জন্য গর্ববোধ হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাঁটুল, হাঁদাভোঁদা এবং নন্টে-ফন্টেকে নিয়ে চলতে চাই।

চলে গেলেন যুথিকা রায়

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কিংবদন্তী ভজন গায়িকা কাজী নজরুল ইসলামের স্নেহধন্যা ছাত্রী যুথিকা রায় ৯৩ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বুধবার রাতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে তাঁর জীবনাবসান হয়। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীতসম্মানে ভূষিত হন তিনি। সুরকার কমল দাশগুপ্তের সুরে তাঁর গানগুলি আজও অম্লান হয়ে আছে। শিল্পীর চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছে রাজ্য সরকার।

Government Of West Bengal
Office Of The Sub-Divisional Controller, Food & Supplies, Canning
Canning, South 24 Pgs.
ADVERTISEMENT

Application are invited from intending Self Help Groups/Registered Co-Operative societies/Semi Govt. bodies/individuals/group of individuals as an entity for filling up the vacancy of M.R dealership at:-

(1) Vill & P.O-Herobhanga, G.P-Itkhola, Canning-I Block, Dist-South 24 Pgs,

(2) Vill & P.O-Athrobanki, Canning-II Block, Dist-South 24 Pgs,

(3) Vill & P.O-Parbatipur Bazar, G.P-Jharkhali, Basanti Block, Dist-South 24 Pgs,

(4) Mouza-Bagbagan, G.P-Rangabelia, Gosaba Block, Dist-South 24 Pgs.

If the applicant be individuals (S), he/she/they should be permanent resident of the concerned Sub-division. While selecting suitable candidate for offering dealership licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintenance & Control) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups, especially women Self Help Groups.

For further details, including eligibility criteria, contact the office of the S.C (F&S), Canning, Last date for submission of application in prescribed proforma 05.03.2014 up to 4:00 P.M.

Thanking you,

Sd/-
Sub-divisional Controller, (F& S), Canning
Canning, South 24 Parganas.

১২৬/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ(দঃ)/০৬/০২/২০১৪

চরে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল বাংলাদেশি বার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রাতের অন্ধকারে দিকভ্রান্ত হয়ে বালির চরে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় বাংলাদেশী পণ্যবাহী বার্জ। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের কোরানখালির নদীর কোস্টাল থানা এলাকায়। কোস্টাল থানার তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থেকে এমডিহাজি সাহেব বার্জটি পণ্য নিয়ে রওনা হয়েছিল খুলনা জেলার মাংলা বন্দরের উদ্দেশে।

কোরানখালি নদীর মুখে রাতের অন্ধকারে বার্জটি একটি বালির চড়ে এসে ধাক্কা মারে। বার্জটি উল্টে যেতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারে কাজে এগিয়ে আসে। খবর দেওয়া হয় কোষ্টাল থানায়। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় বার্জের মাস্টার সহ ১২জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। বার্জের মাস্টার আব্দুর রহমান লতিফ বলেন, রাতের অন্ধকারে এবং কুয়াশার কারণে এই বিপত্তি ঘটে। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে তিনটি জাহাজ এসেছে বার্জটির মেরামতির জন্যে। তবে বর্তমানে কাস্টম এবং ইন্ডিয়ান ওয়াটার ওয়ে-এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে বার্জটি।

বালক নির্যাতনের অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: বুধবার সকালে মহকুমা শাসক হাসপাতালে চিকিৎসক সৌরেন্দ্র মোহন মণ্ডলের বিরুদ্ধে শিশুবিভাগে ভর্তি থাকা শ্রীকৃষ্ণ বর (৭)-কে মারধর ও বেড থেকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ জানালেন শিশুটির পিতা মানস বর। গত সপ্তাহে খিচুনি রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া এই বালকটি। বুধবার

সকালে বাড়ি ফেরার আবদার নিয়ে মায়ের ওপর চিৎকার করতে থাকে সে। শ্রীকৃষ্ণের মা কণিকা অভিযোগ ডাক্তার মণ্ডল প্রথমে বালকটিকে চুপ করতে বলেন। পরে এসে মারতে মারতে লাথি মারেন।

এরপর তাকে বেড থেকে ছুড়ে মেঝেতে ফেলে দেন। জানা গেল, পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছে বালকটি। তার পেটে ইউএসজি করা হয় এদিন। বর পরিবার ওয়ার্ডের মধ্যে ডাক্তারকে ঘিরে ধরলে পুলিশ এসে চিকিৎসককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। হাসপাতালের সুপার আনার হোসেন বলেন, 'আমার কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন'। অভিযুক্ত ডাক্তার মণ্ডল বলেন, 'আমি যা বলার হাসপাতালের সুপারকে বলেছি।'

ডায়মন্ডহারবার মেলা বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: মঙ্গলবার মহকুমা ক্রীড়া সংঘের মাঠে উদ্বোধন হওয়া দ্বিতীয় বার্ষিক ডায়মন্ডহারবার পর্যটন উন্নয়ন মেলা পরদিনই বন্ধ হয়ে গেল মহকুমা শাসক শান্তনু বসু'র নির্দেশে। শ্রী বসু জানিয়েছেন নির্দিষ্ট সময়ে উদ্যোক্তারা মেলার প্রয়োজনীয় অনুমতি না নেওয়ায় মেলা বন্ধ করতে হয়েছে। অপরদিকে সংগঠকদের পক্ষে তারাপদ ভৌমিক দাবি করছেন, 'আমরা মেলা শুরুর আগে থেকেই ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। নির্দিষ্ট অনুমতি নিয়ে মেলার আবেদন করি। কিন্তু উনি আমাদের অপমান করে বের করে দেন। পরে ওঁর কথা মতো আবার সমস্ত দফতরের অনুমতি নিয়ে দেখা করি।

কিন্তু বুধবার রাতে তিনি আচমকা মেলা বন্ধের নির্দেশ দেন। তবে লিখিত ভাবে মেলা বন্ধ করতে বলেননি।' এই দাবি মানতে নারাজ হয়ে মহকুমা শাসক বলেন, 'বিষয়টি আমার নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠকদের ডাকি। কিন্তু তারা কোনও অনুমতি দেখাতে পারেননি। মেলা শুরুর পরদিন তড়িঘড়ি দমকল, মাইকসহ কিছু অনুমতিপত্র এনেছিলেন। কিন্তু এইভাবে অনুমতি দেওয়া যায় না। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সে দায় আধিকারিক হিসেবে এড়ানো যেত না। তাই মেলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।' এবছর মেলায় সরকারি স্টল ছিল ১৬টি। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের পর্যটন, মৎস্য, কৃষি, পঞ্চায়েত, তথ্যসংস্কৃতি, সুন্দরবন উন্নয়ন প্রভৃতি দফতরসহ কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন বিভাগ ছিল। রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর মেলা উদ্বোধন করার কথা থাকলেও তিনি ওইদিন অনুপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী জানালেন, বিশেষ কারণে তিনি ওইদিন যেতে পারেননি। তবে মেলা কেন বন্ধ হল তা নিয়ে খোঁজখবর করছেন।

প্লাসটিক, ফাইবারের দাপটে 'বংশী-মদন'রা এখন অটো চালাচ্ছে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

জয়নগর: পাড়াটার নাম এখনও লোকের মুখে কুমোর পাড়াই আছে। কিন্তু যুবক ও তরুণেরা আর কেউ বাপ-ঠাকুরদার পেশায় আসছেন না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোয়ার জন্য বিখ্যাত জয়নগরের পাল পাড়া একসময় যেখানে ৭০-৮০টি পরিবার পনেরো পুরুষ ধরে মৃৎ শিল্পীর কাজে যুক্ত ছিলেন এখনমাত্র ১০-১২ জন এই পেশায় যুক্ত। কুমোরদের এই প্রজন্মের ছেলেরা কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ জলপাইপ মিস্ত্রী আবার কেউ লরি বা অটো চালক হয়ে দিন গুজরান করছেন। কারণ, বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি নিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাজারে গেলেও ক্রেতার দেখা মিলবে না। বংশী মামা আর ভাগ্নে মদনদের এখন মিস্ত্রীর কাজ করে আর অটো চালিয়েই পরিবার প্রতিপালন করতে হবে। অথচ কয়েকদশক আগে শুধু জয়নগর নয় এই জেলার বারুইপুর, ক্যানিং, মগরাহাট, ডায়মন্ডহারবার, নামখানা, কাকদ্বীপ, বজবজ অর্থাৎ সমস্ত জেলা জুড়ে মৃৎ শিল্পের ছিল রমরমা।

এদের তৈরি মাটির হাঁড়ি, কলসী, জলের জগ, সরা, খুরি, মালসা, ফুলের টব, খাবারের প্লেট, ধুনুচি, গ্লাস এমনকী ফুলদানির মতো অজস্র সৌখিনদ্রব্য বিক্রি হত শুধু বাংলা নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে। সে আমলে বিভিন্ন পুজো, উপনয়ন, বিয়ে বাড়ি, অন্নপ্রাসন, শ্রাদ্ধ সবকিছুতেই মাটির জিনিস ব্যবহার করা হত। এখন কিন্তু সব অনুষ্ঠানেই সিংহভাগ জিনিস ব্যবহৃত হচ্ছে প্লাসটিক ও ফাইবারের তৈরি। দূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পরিবেশবিদরা যতই গলা ফাটান আর সরকার যতই আইন প্রণয়ন করুন না কেন প্লাসটিকের ব্যবহার কিন্তু কমানো যাচ্ছে না। তার ওপর চালু হয়েছে থার্মোকলের থালা-গ্লাস-কাপের ব্যবহার। এগুলি ব্যবহারের একটি বড় কারণ দামে এগুলি অনেক সস্তা পড়ছে। মাটি, কাঠ, কয়লা, খড়, বালি ইত্যাদির দাম অত্যাধিক হারে বেড়ে গিয়েছে।

আগে স্থানীয় কাদা থেকে মাটি নেওয়া হত। কিন্তু অনেক খরচা করে বাইরে থেকে মাটি আমদানি করতে হয়। শীত মরসুমে মোয়া ও গুড়ের জন্য মাটির পাত্রর বেশকিছু অর্ডার পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বাজারেও এখন ঢুকে পরেয়ে প্লাসটিক কনটেনার। স্থানীয় বিধায়ক তরুণকান্তি নস্করকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এই ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পকে বাচানোর জন্য তিনি শীঘ্রই বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

অপরিচিত যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ক্যানিং থানার সাতমুখী গ্রামে এক অজ্ঞাত পরিচিত যুবতীর দেহ উদ্ধার করে জেলা পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাতমুখী গ্রামের একটি মাঠ থেকে যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। দেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ১ ফেব্রুয়ারি ক্যানিং থানার সাতমুখী এলাকায় মঙ্গল সর্দার (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ায় তার পরিবার থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে সাতমুখী খালের জলে একটি দেহ ভেসে ওঠে। স্থানীয় মানুষরা থানায় খবর দিলে পুলিশ আসে এবং রঞ্জন সর্দার এটি তার পুত্রের দেহ বলে সনাক্ত করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST-BENGAL
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL CONTROLLER (F&S)
KAKDWIP, SOUTH 24 PARGANAS.

ADVERTISEMENT

Application are invited from intending Self Help Groups/Registered Co-Operative societies/Semi Govt. bodies/individuals/group of individuals as an entity for filling up the vacancy on dealership at Mousumi under Muosumi G.P and Rajnagar under Shibrampur G.P of Namkhana Block, Dist. South 24 Parganas. If the applicant be individuals (S), he/she/they should be permanent resident of the concerned Sub-division. While selecting suitable candidate for offering dealership licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintenance & Control) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups, especially women Self Help Groups.
For further details, including eligibility criteria, contact the office of the S.C (F&S), Kakdwip, Last date for submission of application in prescribed proforma 02/03/2014 up to 5:00 P.M.
Thanking you,

Sd/-
Sub-divisional Controller (F&S)
Kakdwip, South 24 Parganas

১২৭(২)/জে.ভ.স.দ./২৪ পরঃ(দঃ)/৬.২.১৪

মমতার মন পেতে বিগ্রেডে নিজেকে পাল্টে ফেললেন মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নরেন্দ্র দামোদর মোদি নিজেও বোধ হয় বুঝে উঠতে পারেননি, কলকাতায় এসে জনতার উদ্দেশে কি বলবেন? কারণটা খুব পরিষ্কার। তিনি নিজেও জানেন, আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে এককভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবে না বিজেপি। তাই আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থন না পেলে তার পক্ষে সরকার গড়া সম্ভব পর নয়। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গরম গরম কথাবার্তা না বললে রাজ্য শাখার কর্মীদের চাঙ্গা করা যাবে না। এই অবস্থায় বুধবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মিনিট পাঁচেক এ রাজ্যে পরিবর্তনের পরে আপনারা খুশী কিনা, এখনও কেন পশ্চিমবাংলার সব মেয়েদের স্কুলে ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েনি-এধরনের প্রশ্নে বিঁধলেন তৃণমূলকে। ঠিক তার পরেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে নিজের ভোল পাল্টে তৃণমূলকে কল্পতরুর মতো আশ্বাসবাণী শোনালেন। ভাবখানা এমন যে, এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি-দু'জনে মিলে মিশে ভাগ করে খেতে পারি। বুদ্ধিমান নরেন্দ্র দামোদর মোদি বাংলায় কথা বলে উপস্থিত দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে টেনে আনলেন দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে।

মোদিজীর ভাষণের আগে ভাষণ দেওয়ার সময় বিজেপি'র সভাপতি রাজনাথ সিং, তাঁরা সরকারে এলে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত কয়েক বছরের ঋণের অর্থ ফেরত না দেওয়ার দাবিকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি একথাও বললেন, কেন্দ্রে ক্ষমতা বদলে হলে আর্থিক সাহায্য পেতে বাংলার কোনও সমস্যা হবে না।

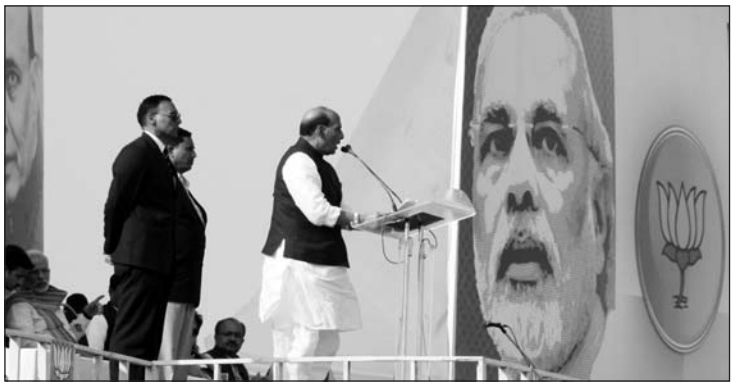

বক্তৃতায় শুরু থেকেই নরেন্দ্র মোদি, স্বামী বিবেকানন্দকে দেশের প্রথম 'গ্লোবাল ইয়ুথ' বলে সম্বোধন করেন। উল্লেখ করেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ বাংলার মনীষীদের নাম। নেতাজির সেই বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করে তিনি বলেন, তোমরা আমাকে সমর্থন করো। আমি তোমাদের সুশাসন দেব।

তিনি বলেন, একসময় বাংলা যা ভাবত, পরের দিন সারা ভারত তাই ভাবত। সেই সুদিনকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। তাঁর ৫০ মিনিটের ভাষণে কখনই চেনা মোদিকে পাওয়া যায়নি। তিনি নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝেই গিয়েছেন, বিজেপি এককভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবে না। অন্যদিকে বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা অবশ্য তাঁর নিজস্ব ঢঙে মমতার সঙ্গে ঘর করবেন না বলে জানিয়েছেন।

নরেন্দ্র মোদি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বিজেপিকে সমর্থন করলে আপনারা দুহাতে

একসঙ্গে তিনটে লাড্ডু পাবেন। রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন্দ্রে আমি (নরেন্দ্র মোদি) আর মাথার ওপর রয়েছেন প্রণবদাদা (রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়)। প্রণব দাদা তো আপনাদেরই লোক। এর মাঝেই আক্রমণ করলেন কংগ্রেস ও তৃতীয় ফ্রন্টকে। দিল্লিকে যে তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে যে আলোচনা চলছে তা নিয়েও সমালোচনা করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত বলে, তিনি বাংলার আবেগকে উস্কে দিতে চেয়েছেন। এধরনের মন্তব্যে তিনি যে এক ঢিলে দুটো পাখী মারতে ফেলেছেন, একথা বলার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধার অবকাশ নেই।

তবে বাংলার মাটিতে নরেন্দ্র মোদি যে সেরকম কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি, ব্রিগেডে জন সমাবেশের চেহারা দেখে সেকথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কারও কারও মতে, ব্রিগেডের বদলে শহীদ মিনারে জন সমাবেশ করলে বিজেপি'র মান বাঁচত। সেদিন আরও যারা মঞ্চে ছিলেন তাঁরা হলেন, শাহনওয়াজ খান, বরুণ গান্ধী, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা, বাপি লাহিড়ী, তথাগত রায়, তপন শিকদার এবং যাদুকর পি সি সরকার প্রমুখ।

ছবিঃ অরুণ লোধ

পরেশ বড়ুয়াকে গ্রেফতার করতে ভারত ও ইন্টারপোলে সহায়তার আবেদন বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা: বাংলাদেশের ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালান মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আলফার মাস্টার মাইন্ড পরেশ বড়ুয়াকে গ্রেফতারের জন্য ভারত সরকার এবং ইন্টারপোলের কাছে সহায়তার জন্য আবেদন জানাবে বাংলাদেশে। যেহেতু পরেশ বড়ুয়া ভারতীয় নাগরিক সেহেতু প্রথমে ভারতে সরকারের কাছে পরেশ বড়ুয়া খোঁজ জানতে আবেদন করবে বাংলাদেশ। দশ ট্রাক অস্ত্রোপচার মামলায় রায় ঘোষণার পর একথা জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ও সরকারি কৌঁসুলি কামাল উদ্দিন আহমেদ।

বহু আলোচিত অস্ত্র ও গোলাবারুদবাহী ট্রাক আটক মামলায় বাংলাদেশের বিএনপি-র প্রাক্তনমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ও লুৎফুজ্জামান বাবর এবং পরেশ বড়ুয়া সহ ১৪জন অপরাধীর বিরুদ্ধে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয় চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ এসএম মজিবুর রহমান।

প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের জেটিঘাটে অস্ত্র আটকের পর থেকেই পরেশ বড়ুয়া পলাতক। তাঁর অবস্থান নিয়ে নানান সময়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ কিংবা ভারত কেউই এখনও পর্যন্ত আলফা নেতাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৯১ সালের পর থেকে ঢাকাতে ঘাঁটি গড়ে আলফার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। ওই সময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল আলফা নেতারা। ১৯৯৬ সালে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর গ্রেফতার হন অনুপ চেতিয়া। মামলার তজন্ত অনুযায়ী, অস্ত্র চোরাচালানটি সরাসরি তদারকি করছেন পরেশ বড়ুয়া। সেই সময় 'জামান' ছদ্মনামে ঢাকায় গাঢাকা দিয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন সূত্রে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানতে পেরেছে, বর্তমানে মায়ানমার ও চীন সীমান্তের থেংচং ও রুইলি এলাকায় রয়েছেন আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া।

দুর্নীতিতে নীরব কেন

প্রথম পাতার পর

স্থানে থাকা তিন বারের প্যানেলভুক্ত প্রার্থী বাম সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লেখার 'অপরাধে' কলেজ শিক্ষকের চাকরি থেকে বঞ্চিত হন চিরদিনের জন্য। কারণ, পরের পরীক্ষায় প্রার্থীর বয়স বেড়ে যায় স্বাভাবিক নিয়মেই। এভাবেই বাম প্রতিশোধ আর 'অনিলায়ণ' চলেছে। বাম আমলে এইসব শিক্ষার শহিদদের কান্না আজ শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গের ক্ষত আজও দগদগ করছে। বহু অযোগ্য লাল পার্টি ধরে চাকরি পাওয়া 'অধ্যাপক' আজও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কারুর বাবা বাংলা অ্যাকাডেমির পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, কারুর বাবা এমএলএ কিংবা আলিমুদ্দিন ঘনিষ্ট ছিলেন। সিপিএম-এর মিছিলে যারা গণসঙ্গীত গেয়ে চাকরি ম্যানেজ করেছিল তারাই অম্বিকেশ মহাপাত্রের সমর্থনে রোড শো করে থাকে। কলেজ সার্ভিস কমিশন বাম জমানায় সে সময় তথ্য জানার অধিকার আইনকেও বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল। কলেজ সার্ভিস কমিশন বিভিন্ন বিষয়ে নিয়োগ দুর্নীতি করলেও সাংবাদিকতার অধ্যাপক নিয়োগে কোনওরকম রাখঢাক করেনি আলিমুদ্দিনের নির্দেশে। একের পর এক প্যানেলে অধিকাংশই সিপিএম-এর নানা পদাধিকারীর আত্মীয়স্বজন। সেই পূর্ণাঙ্গ তালিকা আলিপুর বার্তা'র কাছে আছে। রাজ্য তদন্ত করলে যাবতীয় তথ্য তুলে দেওয়া হবে। অ্যাকাডেমি অডিট, সেই সঙ্গে কলেজ সার্ভিস কমিশন বিগত ১৫ বছর যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের ইন্টারভিউ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র পরীক্ষা করা হোক। প্রকাশ্যে জানানো হোক কোন কোন যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে সিপিএম তথা বাম ঘণিষ্টদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। আলিপুর বার্তা'র বিশেষ অনুসন্ধান থেমে থাকছে না। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। আরটিআই-এর উত্তর দিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পারেনি। পরিবর্তনের সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আগের জামানা দুর্নীতির তদন্ত করুন। 'টেট দুর্নীতি'র প্রবক্তারা প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলুন বামজমানায় 'লালীকরণ' ও 'অনিলায়ণ'-এর বিরুদ্ধে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারা সাংবাদিকতা শিক্ষাকে দলদাসে পরিণত করতে বিশেষ তৎপর ছিলেন। গণমাধ্যমকে লাল চিনের সংবাদমাধ্যম বানাতে যে গোপন অ্যাজেন্ডা নিয়েছিলেন তা আজ প্রকাশ্যে আসা জরুরী।

হেরে গেলেন মালিয়াবাদি

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেসের যে চারজন রাজ্যসভায় জয়ীপ্রার্থী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবেন তারা হলেন, মিঠুন চক্রবর্তী, যোগেন চৌধুরী, কে ডি সিং এবং আহমেদ হাসান ইমরান।

সুতির বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস বলেছেন, এলাকায় উন্নয়নের জন্য আমি সিপিআই (এম) বিরোধিতা করার জন্য তৃণমূলকে ভোট দিয়েছি। প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন গলসির ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক সুনীল মণ্ডল বলেছেন, কংগ্রেস এখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই এই দলকে আর সমর্থন করা যায় না। উল্লেখ্য, বাঁকুড়ার অন্যতম বিধায়ক সৌমিত্র খান তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বাম বিধায়করা অতীতে কংগ্রেসকে কোনওদিন ভোট দেননি তা নয়। একসময় বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন রাজ্যসভায় প্রার্থী হন তখন তিনি আটটি বাড়তি ভোট পান। বলাবাহুল্য, এগুলি দিয়েছিলেন বামফ্রন্টের শরিকেরা।

এবারের রাজ্য সভার নির্বাচনে নির্বাচনী কমিশনের প্রতিনিধি ছাড়াও বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনিতা কারোওয়াল। তাঁরা নজর রেখেছিলেন যাতে এই নির্বাচনে টাকা পয়সার অবৈধ লেনদেন না হয়। শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে, এবারের রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে তৃণমূলের মিঠুন চক্রবর্তী, যোগেন চৌধুরী, কে ডি সিং, আহমেদ হাসান ইমরান যথাক্রমে পেয়েছেন ৪৯, ৫০, ৪৯ ও ৪৭টি ভোট। বামফ্রন্টের প্রার্থী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ৫৭টি ভোট। পরাজিত নির্দল প্রার্থী সৈয়দ আহমেদ মালিয়াবাদি পেয়েছেন ৩৭টি ভোট।

১৪জনের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ

প্রথম পাতার পর

সিইউএফএলের তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক কে এম এনামুল হক, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহসিন উদ্দিন তালুকদার এবং চোরা কারবারি হাফিজুর রহমান ও দীন মোহাম্মদ, চোরাকারবারিদের সহযোগী হাজি আব্দুস সোবহান। অপরাধীদের মধ্যে নুরুল আমিন ও পরেশ বড়ুয়া পলাকর। হাজি আব্দুস সোবহান জামিনে থাকলেও রায়ের পর তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিএনপি জামায়ত জোট সরকারের আমলে অস্ত্র ও গোলাবারুদের সবচেয়ে বড় চোরাচালান ধরা পড়ার পর দেশ ব্যাপি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওই অস্ত্র ভারতে নিয়ে আসার কথা ছিল।

রায়ের পর্যবেক্ষনে আদালত জানিয়েছে, আসামিদের অনেকেই সরকার ও প্রতিরক্ষ বাহিনীর সদস্য ছিলেন। কিন্তু সবকিছু জেলে শুনে তারা অপরাধ ঢেকানোর চেষ্টা করিনি।

রায়ের বিরুদ্ধে অপরাধী পক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, এই রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অন্যদিকে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক জানিয়েছেন, এই রায়ে সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজপুর শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-৩০ মিনিটে রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার উদ্যোগে রাজপুর শ্মশানে তৃতীয় চুল্লির শিলান্যাস করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর (দক্ষিণ) বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, সোনারপুর (উত্তর) বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, স্থানীয় পৌরপ্রধান ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য, উপ পৌরপ্রধান অমিতাভ চৌধুরী ও অন্যান্য পৌর প্রতিনিধিরা। ইন্দুভূষণবাবু বলেন, গত সিপিএম বোর্ড একটি চুল্লি যা বসিয়েছিল তাতে এখন ভাল মতো কাজ হয় না। মানুষকে দীর্ঘপথ পারি দিয়ে গড়িয়া অঞ্চলের শ্মশানে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সেই কারণে এই চুল্লিটি বসানো ছিল অত্যন্ত জরুরি। মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বললেন, সারা রাজ্যজুড়ে বর্তমান সরকার যে উন্নয়নের কাজ করে চলেছে তার অংশীদার হয়ে এই পৌরসভা ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য ও অমিতাভ চৌধুরীর নেতৃত্বে এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উপ-পৌরপ্রধান অমিতাভ চৌধুরী জানালেন এই চুল্লি নির্মানের খরচের ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায় বিধায়ক তহবিল থেকে দিচ্ছেন ১০ লক্ষ টাকা। বাকি খরচের দায়িত্ব পৌরসভার। এই কাজ সফল করার জন্য যে পৌরপ্রধান তহবিল তৈরি হয়েছে স্থানীয় নাগরিকেরা সেখানে সাধ্যমতো টাকা দিচ্ছেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা,৮ ফেব্রুয়ারি - ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে তৃণমূলস্তরকে সক্রিয় করতে হবে

নারী নির্যাতনকারীরা ধরা পড়লেও উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে না। এমনটাই বাংলার সাধারণ মানুষের মনে ধারনা তৈরি হয়েছে। বাস্তব পক্ষে একের পর এক ঘটে চলা নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলি যেভাবে সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। পুলিশ প্রশাসন কিংবা আদালত ততটা কঠোর নয় বলে বহু মানুষ মনে করে। কামদুনী, মধ্যমগ্রাম, পার্কস্ট্রিট, আমতলা ইত্যাদি অসংখ্য জায়গার নাম মাঝে মধ্যেই উঠে আসছে। বাম আমলেও এমন নানা কলঙ্কজনক ঘটনার সাক্ষ্য রয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়। শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসন কিংবা সরকারকে দোষারোপ করে বাংলা তথা ভারতের নারী নির্যাতনের বর্তমান নির্মম চিত্র বদলানো সম্ভব নয়। চলচিত্র, ইন্টারনেটের কিছু সাইট, নানা বিকৃত চিত্রসম্বলিত পত্র-পত্রিকা আজ যুব সমাজকে বিপথগামী করছে। বিকৃত বিজ্ঞাপন, হিংসা সহায়ক টিভি সিরিয়াল শুধু শিশু মনে নয়, পরিণত মনেও নানা লোভ লালসা ও বিকৃতি ঘটাতে পারে। ভারতবর্ষের শিল্পসংস্কৃতির পীঠস্থান বাংলাতে নারী ঘটিত অপরাধ ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে ওঠার নেপথ্যে অশিক্ষা, অভাব এর পাশাপাশি অনৈতিক রাজনীতিও দায়ি।

বাংলার মাটিতে নারী জাতির প্রতি অবমাননা বাংলার মানসম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। যেমনটা ভারতবর্ষের খোদ রাজধানীর বুকে বিদেশিণী নির্যাতনের ঘটনা।

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের শাসকদলের একটি বাড়তি দায়িত্ব এসে যায় এই ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের রাশ টানতে। মহল্লায় মহল্লায় এই নিয়ে দরকার পড়লে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্যাম্প করে প্রচার চালাতে হবে। ছাত্র, যুবাদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার জরুরী। রাজ্যের ঐতিহ্য মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান রক্ষার্থে তৃণমূল স্তরে নারী নির্যাতনের প্রতিরোধের জন্য অন্য রাজনৈতিক দলগুলি, ক্লাব এবং নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্তায়।

রাজ্যের তৃণমূল স্তরকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সক্রিয় হতে হবে। শুধু পঞ্চায়েত স্তর নয় কিংবা সরকারি সংস্থা নয়। নানা ক্লাব, নানা সাংস্কৃতিক সংস্থা যারা নাচ-গান-আবৃত্তি-নাটক করে থাকেন, সমাজসেবা মূলক সমস্ত সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে নারী নির্যাতন আবহাওয়া পরিবর্তন করতে। ভারতবর্ষকে পথ দেখাক বাংলা এব্যাপারে। মনে রাখতে হবে কলঙ্কজনক সতীদাহ প্রথা বন্ধের সূচনা একদা এই বাংলাতেই প্রথম হয়। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে জন সচেতনতা বাড়াতে দেশের শিল্পসংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্বদেরকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

অমৃতকথা

১৬৯। উট কাঁটা ঘাস খায় ও খেতে ভালবেসে, কিন্তু যতই খায় ততই তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। তবুও সে সেই কাঁটা ঘাস খাবেই, কোনও মতে ছাড়বে না। বদ্ধ জীবেরও ওই দশা। মানুষ এ সংসারে কতো শোক তাপ দুঃখ-যাতনা পায়, তবুও কিছুদিন পরে যে মানুষ আবার সেই মানুষ। স্ত্রী মরে গেলো, আবার সে বিয়ে করল। ছেলে মরে গেল কতো শোক পেল, কিছুদিন বাদ আবার সব ভুলে গেল।

১৭০। বদ্ধজীব হাজার লাথি ঝাঁটা খেলেও কামিনীকাঞ্চনের লোভ সহসা সম্বরণ করে ভগবানে মন দিতে পারে না।

১৭১। বদ্ধজীব হরিনাম নিজে শোনে না, পরকেও শুনতে দেয় না,– ধর্ম্মসমাজ ও ধার্মিকদের নিন্দা করে এবং উপাসনা করলে ঠাট্টা করে।

১৭২। সাঁকোর জল যেমন এক দিন দিয়ে আসে এবং আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, সংসারি বদ্ধজীবদের পক্ষে ধর্ম্মকথাও সেই রকম। এক কান দিয়ে শোনে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

১৭৩। বদ্ধজীব হরিনাম শুনতে চায় না, বলে হরিনাম রবিবার দিন হবে, এখন কেন? আবার মৃতু-শয্যায় শুনে থেকে পুত্র কন্যাদের বলে, 'প্রদীপে অতো সল্‌তে কেন? একটা সল্‌তে দাও, তেল কম পুড়বে।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় কি

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

আজকাল এমন দিন যায় না, যেদিন সংবাদ মাধ্যমে ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির ঘটনা প্রকাশিত হয় না। ঘটনাচক্রে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তিন থেকে তেষট্টি সব বয়সের মহিলারা। প্রশ্ন উঠেছে, কোন সাহসে ধর্ষকেরা এমন কাণ্ড ঘটাতে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ হয়। মনসত্ত্বাবিদদের মতে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বর ও শয়তান (পশু) দুটিরই সত্ত্বা লুকিয়ে আছে। পরিবেশের সুবাদে কেউ ভালভাবে জীবনযাপন করে, অন্যদিকে কেউ কেউ নারকীয় পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। মূল বিষয় হল, জীবন বোধের সৃষ্টি হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। গল্পে আছে, একজন মানুষের দুটি টিয়াপাখি ছিল। অতীতে যখন রেল বা আকাশপথের প্রচলন হয়নি, তখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল জলপথ। তাই দেশের বেশ কিছু তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে ফিরে আসতে সময় লাগত কম করে এক বছর সময়। ওই মানুষটি প্রায় একবছর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বাড়ি ফিরে টিয়া পাখি দুটির সন্ধান করতে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি একটি টিয়াপাখিকে জনৈক কসাইয়ের কাছে আর আরেকটি জনৈক পণ্ডিতের কাছে রেখে গিয়েছিলেন সেটি সবসময় গালমন্দ করছে, আরেকটি পণ্ডিতের কাছে থাকার সুবাদে প্রায়শই রাম নাম করছে। অর্থাৎ ধর্ষক হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত হল, পরিবেশ। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, তাহলে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার ছাড়াও ধনীদের ঘরেও তো ধর্ষকের সন্ধান পাওয়া যায়। তার উত্তর হল, এক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হবে পরিবেশ। কারণ, ধনী পরিবেশেও অনেকক্ষেত্রে সুস্থ জীবনযাপনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় বিষয় হল, বেপরোয়া জীবনযাপন। সাম্প্রতিক সময় রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে কর্মীরা দিনের পর দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তারা বুঝে গেছে, শত অপরাধ করলেও কেউ তাদের সাজা দিতে সাহস করবে না। কিন্তু কোনও কোনও সময় সামাজিক চাপে তাদের পাশে রক্ষাকর্তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

বীরভূমের সুবলপুরে সাম্প্রতিককালে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তাতে অনায়াসে প্রমাণিত হয়, এখনও আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ আছে যারা কোনও নিয়মকানুন মানে না। দেশের সংবিধানে সব ধরনের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তারা

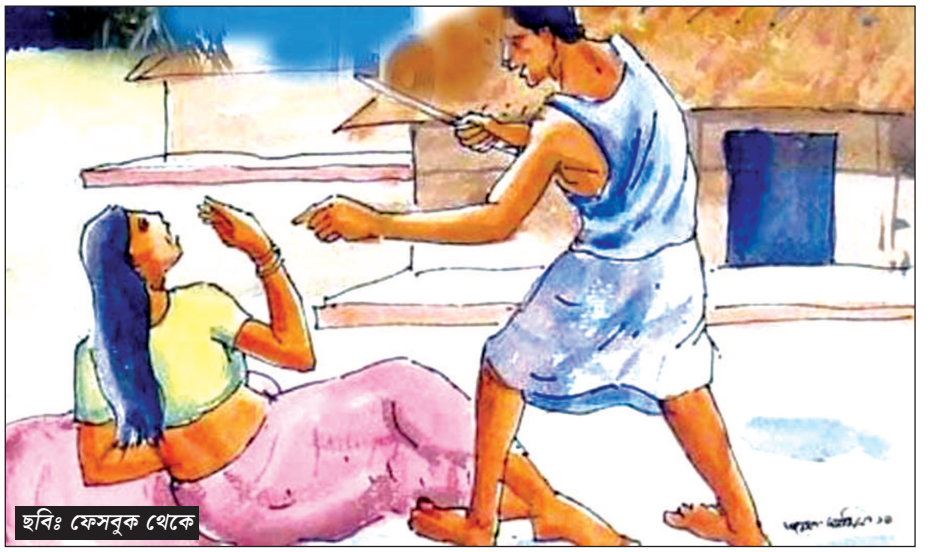

ছবিঃ ফেসবুক থেকে

বিচারব্যবস্থাকে নিজেদের হাতে তুলে নিতে কোনও দ্বিধা করে না। এই ধরনের সাহস তারা অর্জন করে রাজনৈতিক মদতে, ভোটবাক্সে দলগুলির সুবিধাবাদের জন্য। ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়, এখনও এদেশের অনেক গ্রামে চলে মোড়লদের রাজ। এখনও সেখানে দাপট দেখায় গুণীন, ওঝারা।

কিন্তু শহরের মধ্যে মাত্র তিন বা চার বছরের মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায় কারা। চিকিৎসকদের মতে, এরা কোনও না কোনও কারণে, মানসিক রোগের শিকার। এই ধরনের দুষ্কৃতীদের দমন করতে বর্তমানে দেশের আইন যথেষ্ট নয় বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। তাদের মতে, এই ধরনের অপরাধ দমন করতে প্রয়োজন, কঠোরতম শাস্তির। এবং তা অবশ্যই হতে হবে দৃষ্টান্ত মূলক। মানুষের বাঁচার জন্যই তৈরি করা হয় আইন। কিন্তু প্রয়োগের সময় যদি দেখা যায়, ধর্ষক ও তাদের সাহায্যকারীদের কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে, তাহলে কিন্তু তাই করা উচিত। ধর্ষকের সাহায্যকারী হিসেবে প্রয়োজনে পুলিশকেও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। সম্প্রতি মধ্যমগ্রামে যে কিশোরীকে দু'বার ধর্ষণ করা হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পুলিশকেও দায়ী করা যায়। কারণ, মেয়েটি প্রথমবার ধর্ষিতা হওয়ার পর সে আবার কিভাবে ধর্ষিতা হতে পারে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, ধর্ষিতার মৃত্যুকালীন

রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে কর্মীরা দিনের পর দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

জবানবন্দির মাধ্যমে জানা যায়, তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পুলিশের কোনও যোগসাজস ছিল না, একথা বললে পাগলেও বিশ্বাস করবে না। ইদানীংকালে অনেকেই বলেন, রাজনৈতিক কারণেই এমন ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে চলেছে। কথাটা আংশিকভাবে সত্যি। যে দল যখন ক্ষমতায় আসে তখন তাদের পাশে জুটে যায় দুষ্কৃতীরা। বলাবাহুল্য, এইসব সমাজবিরোধীরা কোনও ধরনের আদর্শের ধার ধারে না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ক্ষমতার অলিন্দের কাছাকাছি থাকা। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের এলাকার দখলের কাজে এদের যথাযথভাবে কাজে লাগায়। সেই জন্যই এরা ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

কিন্তু অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ধর্ষণ শ্লীলতা হানির ঘটনা মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এই অবস্থা থেকে সমাজকে রক্ষা করতে প্রয়োজন প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রবর্তন করা। উল্লেখ্য বিষয় হল, এধরনের ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে একশ্রেণীরা মানুষ 'গেলো-গেলো' রব তুলবেন। তাদের মুখে তখন শোনা যাবে, মানবাধিকারের কথা। কিন্তু সে সব কথায় কান দিলে প্রতিদিনের এই অত্যাচার, ব্যাভিচারের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ভারতীয় জীবনের পথিকৃৎ শ্রীকৃষ্ণের এক হাতে রয়েছে বাঁশি আর এক হাতে আছে সুদর্শন চক্র। যুগ যুগ ধরে মনীষীরা বলে এসেছেন, আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে। তাই আর সময় নষ্ট না করে তৎপর হয়ে উঠুক প্রশাসন। দু-একটি ক্ষেত্রে তারা এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক যা দেখে চমকে উঠবেন সবাই। ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির সংখ্যা তখন অনায়াসে শূন্যে নেমে যেতে বাধ্য হবে।

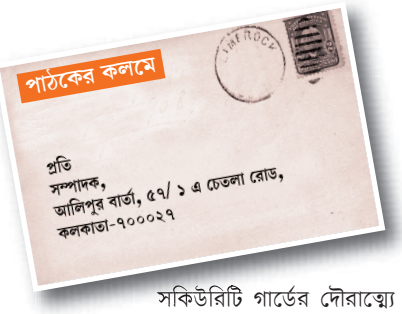

অক্সফোর্ড মিশনে সিকিউরিটি গার্ডের দৌরাত্ম্য

সকিউরিটি গার্ডের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল বেহালার প্রাতঃভ্রমণকারীরা। ঐতিহ্যপূর্ণ বেহালা চৌরাস্তার একেবারে কাছে অক্সফোর্ড মিশনের মাঠে সকাল বিকেল ভ্রমণে আসেন বহু স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ। ঐতিহ্যপূর্ণ এই অক্সফোর্ড মিশন স্থাপিত হয় ১৮৮০ সালে। এখানে আছে সেন্ট পিটার্স চার্চ, এছাড়া আছে, আবাসিক হোস্টেল এবং মিউজিক সেন্টার। সিকিউরিটি গার্ড অমিত সরকারের দুর্ব্যবহারে অনেকেই প্রাতঃভ্রমণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন আর সিকিউরিটি গার্ড হরিদাস রায় তো আমাদের সঙ্গে কথা বলতেই নারাজ। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল মিশনে সিকিউরিটিগার্ড জোগান দেয় পাইওনিয়ার সিকিউরিটি এজেন্সি। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ একান্ত কাম্য এবং কিভাবে এধরনের গার্ড নিয়োগ করছে এধরনের সংস্থা সেটাই সকলের আক্ষেপের বিষয়।

তাপস মণ্ডল,বেহালা, কলকাতা

এই কলমে প্রকাশিত সমস্ত তথ্যের দায় লেখকের। এই কলমের কোনও বক্তব্যের দায়িত্ব আলিপুর বার্তা কর্তৃপক্ষের নয়।

কল্যাণকে চাইছে না ফুরফুরা শরিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের একাংশ ফুরফুরা শরিফ। সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা প্রায়শই আসেন এখানে। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রচুর সংখ্যালঘু মানুষজন বাস করেন শরিফে। স্বাভাবিকভাবেই, এখানকার মানুষেরা আশা করেন, লোকসভা বা বিধানসভায় জনপ্রতিনিধিরা তাদের কথা শুনবেন, তাদের সমস্যাগুলির সমাধান করে দেবেন। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের কথা শুনতে বা এলাকার উন্নয়নে আদৌ আগ্রহী নন।

২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় ফুরফুরা শরিফের ছোট হুজুর ত্বহা সিদ্দিকি সরাসরি সমর্থন জানিয়েছিলেন ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুধু তাই নয় সামগ্রিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস দল ও তাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে সমর্থন জানিয়ে তিনি মুসলমান সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিপুল ভোটে এক লাখের বেশি জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০৯ সালে নির্বাচনের আগে কথা হয়েছিল, ফুরফুরা শরিফ সহ এলাকার উন্নয়নে নজর দেবেন কল্যাণ। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ আজও কোনও চাকরি পাননি। কোনও মতে আধপেটা খেয়ে তাদের জীবন কাটছে। অন্যদিকে তৎকালীন রেলমন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ডানকুনি থেকে ফুরফরা শরিফ পর্যন্ত রেললাইন পাতা হবে। একসময় প্রকল্পের উদ্বোধনও হয়। কিন্তু তারপরে অজ্ঞাত কারণে তেমন কিছুই হয়নি। কোনও এক অজ্ঞাতকারণে এলাকার নির্বাচিত সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে যাতায়াতও অনেক কমিয়ে দিয়েছেন।

ফলে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এলাকার বেশ কয়েকজন নাগরিকের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা কেউই আর প্রার্থী হিসেবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চান না, প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে কি তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য কোনও প্রার্থীকেও আপনারা সমর্থন করবেন না? সে ব্যাপারে অধিকাংশেরাই কিন্তু নীরব থেকেছেন।

তবে তাদের শরীরি ভাষায় মনে হয়েছে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কেউ প্রার্থী হলে তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা গ্রহণ করবেন না।

প্রাক্তন 'ক্ষমামন্ত্রী' আবার ক্ষমা চাওয়ায় হতবাক সহকর্মীরা

তাঁর রাজত্বকালে সবাই ক্ষমামন্ত্রী বলেই ডাকতেন। কিন্তু এবার বিস্মিত তাঁর দলের ছোট-বড় নেতাই। কারণ সম্প্রতি বিগ্রেড প্যারেজ গ্রাউন্ডের আসন্ন সভা নিয়ে প্রচারের সময় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিম মেদিনীপুরের সভায় নেতাই গণহত্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, আমাদের দলের ছেলেরা অন্যায় করেছে ভুল করেছে। স্বভাবতই তিন বছর আগে (২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি) নেতাইয়ে সিপিআইএম নেতা রবীন দণ্ডপাটের বাড়ি থেকে গুলি চালানোর ফলে মারা যান ন'জন গ্রামবাসী। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত অনুজ পাণ্ডে, ডালিম পাণ্ডে, ফুল্লারা মণ্ডল-সহ সিপিআই(এম)-এর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতানেত্রী এখনও ফেরার। বিধানসভা ভোটের কয়েকমাস আগে ঘটে যাওয়া ওই ঘটনা তৃণমূলের রাজনৈতিক সুবিধাই করে দিয়েছিল। অনেকের মতে, বুদ্ধদেববাবুর এই ক্ষমা চাওয়া বা ভুল স্বীকার করার অর্থ জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা স্বীকার করা। শুধু ঘটনার এতদিন পরে বিষয়টিকে আবার জাগিয়ে তোলায় বিভিন্ন মহলে তো বলেই দিয়েছেন, শাসন ক্ষমতায় থাকার সময় বুদ্ধদেববাবু যদি ক্ষমা চাইতেন তাহলে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হত। ঘটনাচক্রে বারবার তাঁর ক্ষমা চাওয়ার রেকর্ড তৈরি হয়েছে বলে অনেক মনে করেন। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন দল ছড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ে। ২০১১ সালের ১৩ জুলাই তিনি বলেছিলেন, 'খণ্ডিত দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা খুবই ভুল হয়েছিল।' আবার ওই বছর ২৩ মার্চ তিনি বলেছিলেন, 'জমি অধিগ্রহণ করে ঐক্যমত করে এগোতে হবে। জবরদস্তি চাই না... আমরা ভুল শোধরাচ্ছি।'**

তার আগে ২০১০ সালের ২১ জুন তিনি বলেছিলেন, 'আমরা আত্মসমীক্ষার পথে এগিয়েছি। আত্মতুষ্টি হইনি। অনেক কর্মসূচি নিয়েছি, তা কার্যকর করতে কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে। সমস্যা হয়েছে ইদানীং কালে তাঁকে দেখলে সবাই গেয়ে উঠেছেন, প্রখ্যাত একটি গানের কলি 'ভুল সবই ভুল। এই জীবনের পাতায় পাতায় যা লেখা সব ভুল, সবই ভুল।' সিওপিডি রোগে আক্রান্ত বুদ্ধদেববাবু এখন কার্যত দলের বোঝা হতে দাঁড়িয়েছেন। তাই যে করেই খবরের শিরোনামে থাকার জন্য এমন সব দৃষ্টি আকর্ষণী কথাবার্তা অব্যাহত রেখেছেন।

পাড়ুই তদন্ত কি এবার সিবিআই-এর হাতে

নির্দল প্রার্থীদের বোমা মারা কিংবা পুলিশকে বোম মারা -এখন আর কথার কথা নয়। তাঁর সেই বিখ্যাত (?) হয়ে যাওয়া উক্তিগুলি টেলিভিশনের কল্যাণে সকলেরই জানা। তার পরেও বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অণুব্রত মণ্ডল বলেছেন, 'আমি তো পুলিশকে বলিনি যে, আমাকে গ্রেফতার কোরো না। পুলিশ কেন গ্রেফতার করছে না, তা তারাই বলতে পারবে।' সাতদিনের মধ্যে ঠিকঠাক তদন্ত রিপোর্ট জমা না দিলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নির্দল প্রার্থী হৃদয় ঘোষের, বাবা সাগর ঘোষের হত্যা মামলায় তদন্তের দায়িত্ব রাজ্য সিআইডি-র হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কোনও নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে করানো হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। এই মামলা প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্ট যেসব বিষয়গুলি জানতে চেয়েছে সেগুলি হল, ১) মামলায় প্রধান অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি কেন? ২) ধৃতদের টিআই প্যারেড করানো হয়নি কেন? ৩) কেন নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি সাগর ঘোষের পরিবার বর্গকে? ৪) আদালতকে কি প্রতিটি বিষয়ে নির্দেশ দিতে হবে? ৫) সিআইডি কি খুনের তদন্ত করতে জানে না? ৬) কার নির্দেশে সিআইডি এভাবে তদন্ত করছে? ৭) তাহলে কেন নিরপেক্ষ সংস্থার কাছে তদন্তভার যাবে না? সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারি আদলতে শুনানির সময় সিআইডির পক্ষ থেকে আদালতের হাতে নিহতের স্ত্রী সরস্বতী দেবী ও পুত্রবধূ শিবানীদেবীর গোপন জবানবন্দির প্রতিলিপি-সহ দুটি মুখবন্ধ ঘাম তুলে দেন সরকারপক্ষের আইনজীবী শাক্য সেন। এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত অণুব্রত মণ্ডল বলেছেন, 'গোটাটাই বামফ্রন্টের সাজানো ও মিথ্যা মামলা।'এখন আগামী সোমবার এই মামলার বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্ট কি রায় দেয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পাঁচজন ডিজি-র নিয়োগ খারিজ করল ক্যাট

সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্য পুলিশের ডিজি পদমর্যাদার অফিসারের পদোন্নতি খারিজ করে দিলেন সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেড ট্রাইবুন্যাল (ক্যাট)। এই পাঁচজনের মধ্যে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের বর্তমান ডিজি জিএমপি রেড্ডি। স্বাভাবিকভাবেই এই রায়ের ফলে পুলিশ প্রশাসনে অচলাবস্থা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ২০১২ সালের ৫ ডিসেম্বর এক বৈঠকে পাঁচজন এডিজি পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারকে সরকারের পক্ষ থেকে ডিজি পদে উন্নীত করা হয়।

পক্ষান্তরে, ওই বৈঠকে এডিজি পদমর্যাদার ১৯৮১ ব্যাচের আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলামের পদোন্নতি আটকে দেওয়া হয়। যে পাঁচ অফিসারকে ওই কমিটি ডিজি পদে উন্নীত করা হয়, তাঁর হলেন, আরএস নালোয়া, বিজয় কুমার. জিএমপি রেড্ডি, অনিল কুমার এবং রাজ কনোজিয়া। এরপরেই ওই বৈঠকের সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার গোটা প্রক্রিয়া অবৈধ বলে ঘোষণার দাবি জানান নজরুল ইসলাম। ক্যাট নির্দেশ দিয়েছে, ১৮ ফেব্রুয়ারি নতুন কমিটি গঠন করে নজরুল ইসলাম সহ ডিজি পদের যোগ্য সব আইপিএস অফিসারের পদোন্নতির বিষয়ে বৈঠক করতে হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ওই কমিটি তার সিদ্ধান্ত জানাবে। অন্যদিকে নজরুল ইসলামকে ডিজি পদ মর্যাদায় পদোন্নতি দেওয়া হবে নতুন পদে তাঁকে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগ করতে হবে। কারণ তাঁর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার দিন হল ২৮ ফেব্রুয়ারি। ■ *নারদ গায়েন*

অন্য খবর

সুন্দরবনে প্রথম মাল্টিজিম

বিশ্বজিৎ পাল: মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ক্যানিং শান্তি ব্যায়ামাগার সমিতিকে মাল্টিজিম ভবন নির্মাণের জন্য ২ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এই প্রথম সুন্দরবনে নির্মিত হচ্ছে একটি মাল্টিজিম। রবিবার সকালে এই ভবনের উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। এ প্রসঙ্গে ওই ব্যায়াম সমিতির সভাপতি আইনজীবী গৌতম বোস বলেন, এই অঞ্চলের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে শরীরচর্চা দারুণভাবে জনপ্রিয়। এই ব্যায়ামাগারে প্রায় ১ হাজার ছেলেমেয়ে বডি বিল্ডিং, যোগাসন ও ভারোত্তলনে নিয়মিত অনুশীলন করে রাজ্য পর্যায়ে সাফল্য পেয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিশে চাকরি পেয়েছে।

কিন্তু এতদিন মাল্টিজিম না থাকায় তারা আধুনিকতম প্রশিক্ষণ পেত না। প্রতিভার উপযুক্ত পরিচর্যা হত না।

২১জুলাই কমিশনে ডাকা হল বুদ্ধদেবকে

আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ২১ জুলাই কমিশনে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। প্রসঙ্গত ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন যুবকংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে মহাকরণ অভিযান আন্দোলনে কলকাতা অবরুদ্ধ হয়। মহাকরণ যাওয়ার পথে পুলিশ আন্দোলনকারীদের আটকে দিলে বিক্ষোভ শুরু হয়। সেইসময় পুলিশ মিছিলের একাধিক অংশে গুলিবর্ষণ করে। এবং সেই গুলিতে বেশকিছু আন্দোলনকারী নিহত হন। কমিশন মনে করে, সেদিনের আন্দোলনরত যুব কংগ্রেস কর্মীদের উপরে পুলিশের গুলি চালানোর ব্যাপারে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বক্তব্য শোনা জরুরি বিষয়। কারণ, তখন তিনি রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

৪৪ জন বন্দিকে মুক্তি দিচ্ছে রাজ্য সরকার

নানান অপরাধে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ৪৪ জন বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কারা দফতর সূত্রে খবর, এরা ছাড়া পেলে এলাকায় অশান্তি হতে পারে কিনা, তা নিয়ে পুলিশ সুপারদের কাছে খবর নেওয়া হচ্ছে। জেলে বন্দি আচরণ কেমন ছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পথে এবার নামো সাথী

গড় পঞ্চকোট

মুকুটমণিপুর

কংসাবতী ও কুমারী নদীকে বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে তিন পাহাড়ের মাঝে। তাদের সৌন্দর্যেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে মুকুটমণিপুর। হ্রদের ধারে বসে বা নৌবিহারে সময় কাটাতে পারেন। ভ্যানে চেপে বাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে দেখে নিতে পারেন শিব ও পার্শ্বনাথস্বামীর মূর্তি। আরও এগিয়ে জৈন সংস্কৃতির অতীত পীঠস্থান অম্বিকানগর।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে রূপসী বাংলা, শালীমার থেকে আরণ্যক এক্সপ্রেস ধরে বাঁকুড়া পৌঁছে যাওয়া। বাঁকুড়ার মাচানতলা থেকে সরাসরি বাস যাচ্ছে মুকুটমণিপুর। গাড়ি নিয়েও যাওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন: এখানে রয়েছে রাজ্য বন উন্নয়নের নিগমের বাংলো সোনাঝুরি। বুকিংয়ের জন্য ০৩৩-২২৩৭-০০৬০। যুবকল্যাণ দফতরের যুব আবাস আছে (২২৪৮০৬২৬), সেচ ও জলপথ দফতরের কংসাবতী ভবন, বুকিংয়ের জন্য Supdt.Engr. Kansabati Project, Bankura। এছাড়াও আছে প্রাইভেট হোটেল তাম্রপালি (০৩২৪৩-২৫৩২০৮), পিয়ারলেস রিসর্ট (২৫৩২১৪) প্রভৃতি।

পারমাদান

কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রকৃতির যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বনগাঁ মহকুমার ইছামতী নদীর ধারে ছোট অরণ্যমহল পারমাদানও লেখকের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছিল একসময়। এখানে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায় চপল হরিণ-হরিণীরা। শাল, অর্জুন, নিম, আম প্রভৃতি গাছের ডালে ডালে পাখিদের উল্লাস। শীত-রোদ লুকোচুরি খেলে জঙ্গল মহলে। পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ানো যায় জঙ্গলে। ইচ্ছা হলে ভেসে পড়তে পারেন ইছামতীতে। এভাবেই কেটে যায় দিন দুয়েক।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ লোকালে চেপে বনগাঁ। বনগাঁ থেকে বাসে নলডুগরী এসে ভ্যানে বা অটোতে জঙ্গলমহল।

কোথায় থাকবেন: এখানে থাকার জন্য বনবাংলো আছে। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে হবে বারাসতের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসে। ফোন: ২৫৫২-০৯৬৮।

হাতিবাড়ি

পাহাড়, জঙ্গল ও নদীর সমাবেশে হাতিবাড়ি অনবদ্য। কোনও চাঁদনি রাতে সুবর্ণরেখার জল রুপোর পাতে পরিণত হয় নীল জ্যোৎস্না খেলা করে চরাচরে। আঁধারে মুখ লুকায় জোনাকিরা। দূর থেকে ভেসে আসে গুরুগম্ভীর মাদলের দ্রি-দ্রিম, দ্রি-দিম। মাদকতার রাত কাটলেই কুয়াশা মোড়া ভোর আপনার অপেক্ষায়। উষ্ণতার ওম ছেড়ে বেরিয়ে আসুন প্রকৃতির আঙিনায়। কুয়াশা কেটে আসা ডিঙি নৌকায় চেপে ভেসে পড়ুন সুবর্ণরেখায়। এভাবেই কেটে যাবে দিন দুয়েক।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে টাকাগামী ট্রেনে চেপে নামতে হবে ঝাড়গ্রাম। ঝাড়গ্রাম থেকে হাতিবাড়ির দূরত্ব ৬২ কিমি। এ পথে গাড়ি ভাড়া করে যাওয়াই শ্রেয়।

কোথায় থাকবেন: হাতিবাড়ির বাংলোর জন্য যোগাযোগ করতে হবে ডিএফও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ৭২১৫০৭। ফোন: ০৩২২১-২৫৫০১০।

গড় পঞ্চকোট

অতীতের পঞ্চকোট রাজত্বের স্মৃতি নিয়েই গড় পঞ্চকোট। সবুজ মলাটে মোড়া পাহাড় যেন আগলে রেখেছে অতীত ঐতিহ্যকে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় যেটুকু স্মৃতি বেঁচে আছে এখানে তা দেখেই কাটিয়ে দেওয়া যায় সপ্তাহান্তের ছুটি। জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে রয়েছে সেই সময়ের কয়েকটি মন্দির। পত প্রদর্শককে নিয়ে পৌঁছে যান পঞ্চরত্ন মন্দিরের কাছে। বাংলার মন্দির শৈলীর নিদর্শন আজও বহন করে চলছে এই মন্দিরটি।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে কোল্ডফিল্ড, ব্ল্যাক ডায়মন্ড, শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসসহ বেশ কিছু ট্রেন বরাকর হয়ে যায়। অথবা নামতে পারেন কুমারধুবি। তারপর ভাড়ার গাড়িতে গড় পঞ্চকোট।

কোথায় থাকবেন: এখানে থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের বাংলো আছে। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে হবে ৫এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার, কলকাতা-১৩। ফোন: ২২৩৭-০০৬০,৬১। এছাড়া একমাত্র প্রাইভেট হোটেল পলাশবীথি - ৮০০১৭০৫২০৮৭।

চিলাপাতা

ডুয়ার্সের বনাঞ্চল পর্যটকদের জন্য প্রকৃতির রূপের ডালি সাজিয়ে বসে আছে। অরন্যের আদিমতার ঘ্রাণ নিতে যেতে পারেন চিলাপাতা। ডুয়ার্সের এই জঙ্গল পর্যটকদের কাছে খুব পরিচিত নয়, কিন্তু সৌন্দর্যে অনবদ্য। একসময় কোচ রাজাদের এক্তিয়ারের মধ্যেই ছিল জঙ্গলমহল। তাঁদের তৈরি গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও অতীত স্মৃতি বুকে নিয়ে টিকে আছে জঙ্গলের মধ্যে। কথায় কথায় অনেক কাহিনির মালা গাঁথা হয়েছে এই গড়কে নিয়ে। সব হারালেও জঙ্গলের মাধুর্য আজও একই। জঙ্গলের স্বাদ নিতে সাফারিতে যেতে হবে। বন্যদের সংসারে অতিথি আপনি। হঠাৎ দেখলেন আপনাকে স্বাগত জানাতে হাজির চঞ্চল হরিণেরা অথবা সাদা মোজা পরা গাউর। এভাবেই কাটিয়ে দেওয়া যায় অরণ্যের দিনরাত্রি।

কীভাবে যাবেন: শিয়ালদহ থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে হাসিমারা। হাসিমারা থেকে গাড়িতে চিলাপাতা।

কোথায় থাকবেন: চিলাপাতায় থাকতে পারেন চিলাপাতা জঙ্গল ক্যাম্পে বুকিংয়ের যোগাযোগ করতে হবে গণেশ শাহ'র সঙ্গে ৪৭৪৩৮৪৪২। এছাড়া আছে গ্রিন রিসর্ট (৯৬৭৯৬০২৫০৫)।

যাওয়া আসার পথে-পথে

একটা লম্বা রাস্তা চলছি। অনেক দেখছি, আর শিখছিও। সেই দেখা-শেখার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এই বিভাগে। যেখানে পথ চলতি ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের জীবনের বৃহৎ কোন অনুষঙ্গ।

দীপক বড়পণ্ডা

বাসটায় খুব ভিড়। ভেতরে দাঁড়ানোরও কোনও উপায় নেই। অগত্যা পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে বাসের ছাদেই উঠে পড়তে হয়েছিল। এই এলাকায় এটাই রীতি। ভেতরে ভিড় থাকলে যাঁরা ওপরে চাপতে পারেন তাঁরা ছাদে চেপেই গন্তব্যে যান। ওপরটাও ভিড়ে থিক থিক করছে। তারমধ্যেই শরীরটা গুঁজে দিতে হল। বাসটা কিছুক্ষণ চলার পর একজন ভাড়া চাইতে এলেন। বললেন,

- কাঁথি থেকে হাওড়া যেতে হলে ওপরে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। মেচেদা ত্রিশ টাকা। দর কষাকষি করে মেচেদাটা কুড়ি টাকা করা গেল।

ওপরে দর কষাকষির খানিকটা চল আছে, ভেতরে অতটা করা যায় না। বাসের হেল্পার একে একে ভাড়া নিচ্ছেন, মাঝে মাঝে ঝগড়া হচ্ছে যাত্রীদের সঙ্গে। কেউ ভাড়া কম দিতে চান, কারোর অন্য কোনও অসুবিধা। তবে বেশিরভাগেরই ভাড়া নিয়ে অশান্তি। কোনও কোনও সময় অশান্তি মেটানোর চেষ্টা করছি। গোলমাল সাময়িক থামছে, কিছুক্ষণ বাদে আবার শুরু হচ্ছে। ওপরে টিকিটের চল নেই। তাই, হেল্পার ভদ্রলোক অনেকের কাছ থেকে হয়ত ভাড়া কেটেছেন, ভুলে গিয়ে আবার চাইলেন, চিৎকার শুরু হল।

হঠাৎ মেঘ কালো হল। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি আসতে পারে মনে হল। হেল্পার ভদ্রলোককে বললাম,

- গায়ে ঢাকা দেওয়ার জন্য প্লাস্টিক আছে তো? সাধারণত বৃষ্টির সময় বাসের ওপর প্যাসেঞ্জারদের প্লাস্টিক দেওয়া হয় গায়ে চাপা দেওয়ার জন্য। সবাই ওর মধ্যে ঢুকে মুড়ি দিয়ে বসে থাকেন। আর ঝমঝম বৃষ্টি চলতে থাকে। আগে এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।

- কিছু দেওয়া যাবে না। বৃষ্টি পড়লে ভিজতে হবে। 'কলেজ ভাড়া' দিয়ে প্লাস্টিক চাইলে পাওয়া যাবে না। হেল্পারের সাফ কথা। 'কলেজ ভাড়া' মানে কনসেসান-রে কথা বললেন উনি।

ওপরে সামনের দিকে যারা বসেছিল, তারা কিছুক্ষণ বাদে দেখি বেশি চিৎকার করছে। আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সি এই ছেলেদের বকুনি দিতে দেখলাম হেল্পারকে। হেল্পার বলছেন,

-ছি, পড়াশোনা করা ছেলে তোমরা। এইভাবে নষ্ট হচ্ছ! বন্ধ কর, নয়ত গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব।

হেল্পার কাছে এলে জানতে চাইলাম, কী হয়েছে?

- ওরা মদ খাচ্ছে। অথচ ইসকুল-কলেজে পড়াশোনা করে। ইসকুল-কলেজের নামে বেরিয়ে মদ খেয়ে মাতলামি করছে। আর ওপর থেকে যদি পড়ে আস্ত থাকবে না। হেল্পার গজগজ করতে লাগলেন।

তমলুক কলেজ থেকে বি.এ পাশ করা হেল্পারের এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। বাস মুম্বাই রোডে হু হু করে ছুটছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। হেল্পারের অনেক কথাই আকাশে ভেসে যাচ্ছে।

মাতলামির মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে হেল্পার গাড়ি দাঁড় করালেন। ছেলেগুলোকে জোর করে ওপর থেকে নামালেন। টলমল পায়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল।

ভাবছি, নন্দকুমারে নেমে যাব। বৃষ্টিতে ভেজা যাবে না। নরঘাটে বাসের ছাদটা খানিকটা ফাঁকা হল। এরপর নন্দকুমার। এখন হেল্পারের সেইভাবে কোনও কাজ নেই। কিছুক্ষণ বাদে দেখি, হেল্পার ছাদেই শুয়ে পড়েছেন। ওঁর মাথাটা গড়াগড়ি খাচ্ছে, তবে বডিটা স্থির। ওটা নড়ছে না। মাথাটা তুলে আমার কোলে রাখলাম। হেল্পারের নাক ডাকতে শুরু করল। নন্দকুমার এলে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি, হেল্পার তা বুঝতে পেলে আমার হাঁটুটা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,

- আপনাকে নামতে দেব না। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। আর শুনুন, আপনাকে এক্সট্রা ভাড়াও দিতে হবে না। আপনি একেবারে কলকাতায় গিয়ে নামবেন। মাঝখানে আমাদের সঙ্গে চটিতে খাবেন।

- না, না, তা হয় না। আমি এখানেই নামব। খুব বেশি হলে মেচেদা। ওখান থেকে ট্রেনে যাব।

মনে মনে ভাবছি, মেচেদাতেই যেভাবে হোক নেমে যাব। মেচেদা থেকে হাওড় ট্রেন জার্নি ভাল লাগবে। গাড়ি মেচেদা পৌঁছল। নামতে গেলাম। হেল্পার আটকে দিলেন। অগত্যা বাসেই থাকতে হল।

খানিকটা গিয়ে কোলাঘাটে চটিতে দাঁড়াল। যাত্রী ও বাসের কর্মীরা এখানে খান। আমি ওপরেই বসে থাকলাম। ওঠানামার হ্যাপা অনেক। ফিরে এসে নিজের মতোন জায়গাটা পাওয়াও মুশকিল। খাওয়া দাওয়া করতে যাঁরা নেমেছিলেন, তাঁরা আবার উঠে এলেন। বাস আবার ছেড়ে দিল।

বাস ছাড়ার পর হেল্পার ভদ্রলাক এসে খুব অভিমান করলেন। বললেন,

- আপনি আমদের সঙ্গে খেলেন না কেন? আপনি কিন্তু ঠিক করলেন না।

ততক্ষণে দ্বিতীয় হেল্পার আমার পাশে এসে বসেছেন। উনি প্রশ্ন করলেন,

- মাতাল কী বলছে?

বললাম সব কথা। উনি বললেন,

- মাতালের আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে। আমাকে নিচে বলছিল। ওরতো বাগনানে বাড়ি, ওখানেই নেমে যেত। কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে গল্প করবে বলে বাগনানে নামল না।

ততক্ষণে প্রথম হেল্পার শুয়ে পড়েছেন। এতক্ষণে তাঁর নাম জানলাম, গোপাল। গোপালের মাথা আবার আমার কোলে। কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই।

দ্বিতীয় হেল্পার গল্প শুরু করলেন। কথায় কথায় জানলাম, ওঁর বাড়ি তমলুক শহরে। দাদা ক্যানসারে মারা গিয়েছেন। বাড়িতে এখন বিধবা বৌদি, ক্লাস নাইনে পড়া ভাইঝি আর বাবা আছেন। বাবার বয়স আশি। হাঁটা চলার ক্ষমতা কমে গিয়েছে। রোজগেরে একমাত্র তিনি নিজে। সারাদিন গাড়িতে কাজ করলে ১৫০ টাকা মজুরি মেলে। বলছিলেন,

- গাড়িতে ব্যবসা ভাল হলে শ' খানিক টাকা সরানো যায়। কিন্তু মাসে তো আর ত্রিশ দিন কাজ করা যায় না। দিন কুড়ি কাজ করতে পারা যায়। মেরে কেটে সারা মাসে রোজগার হাজার পাঁচেক টাকা। এতেই ভাইঝির টিউশন থেকে বাবার চিকিৎসা এবং সারা মাসের খাবার জোটাতে হয়। বাড়িটা শুধু নিজেদের জায়গায়। ঘর ভাড়া লাগে না। আর বাকি সবটা কেনা।

জানতে চাইলাম,

- বিয়ে করেননি কেন?

- এই রোজগার বিয়ে করব কীভাবে? আলাদা ঘরও তো নেই। বিয়ে করার পরতো বৌ এসে আলাদা থাকতে চাইবে। তখন বৌদি, ভাইঝি আর বাবার কী হবে? ওরা তো ভেসে যাবে। দাদা গাড়িতে কাজ করে আমাকে বাইরে রেখে পড়িয়েছিল। ভেবেছিল, আমি চাকরি পেলে সংসারের দুঃখ যাবে। চাকরি পেলাম না। কিন্তু দাদার ঋণ তো শোধ করতে পারব না। এই অবস্থায় ওর মেয়ে-বউকে আমি দেখব না, এটা হয়? তবে, এখন বুঝতে পারি না, কী করে চলবে আমাদের?

তমলুক কলেজ থেকে বি.এ পাশ করা হেল্পারের এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। বাস মুম্বাই রোডে হু হু করে ছুটছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। হেল্পারের অনেক কথাই আকাশে ভেসে যাচ্ছে। তাও তিনি বলে যাচ্ছেন,

- গরীবের কেউ নেই বুঝলেন। আর আমাদের সময় কোথায় সারাক্ষণ নেতাদের কাছে দৌড়ানোর। তাই পার্টির লোকেরা আমাদের জন্য কিছু করে না। এতক্ষণ নাম জানা হয়নি নামটা জানতে চাইলাম। বললেন,

- মধু, মধুসূদন জানা। মধু আবার বললেন,

- জানেন, রাত্রে যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ বাবা-বৌদি-ভাইঝি সবাই না খেয়ে বসে থাকে। গাড়ির লাইন তো বিপদ বেশি, তাই চিন্তা করে।

বাসটা ধুলাগড়ে ঢুকল। মধু চিৎকার করে উঠলেন, হাওড়া দশ টাকা, দশ টাকা, দশ টাকা। কয়েকজন পিলপিল করে বাসে উঠে পড়লেন। প্রথম হেল্পার গোপাল পাশ ফিরে শুলেন। তাঁর শরীরটা সামনের দিকে চলে যাচ্ছে। তাই আমার হাঁটুটা শক্ত করে ধরে রাখলেন। কোনা এক্সপ্রেস রোডে গাড়িটা ঢুকল। হেল্পার ছাদের সবাইকে শুয়ে পড়তে বললেন। আমাকে বললেন,

- আপনি সোজা হয়ে বসুন। প্যাসেঞ্জাররা ঘাড় নিচের দিকে করে শুয়ে আছেন। যাতে পুলিশ ছাদের প্যাসেঞ্জার না দেখতে পায়। পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি শুরু হল। আমি আর মধু ঘাড় সোজা করে বসে আছি। মধু খুব দরদ দিয়ে বললেন,

- ঘাড় গুঁজে থাকলেতো লাগবে, তাই সোজা হয়েই বসতে বললাম। তবে, খেয়াল রাখবেন, গাছগুলো ঝুঁকে আছে তো, লেগে যাবে।

টিকিয়াপাড়া স্টেশনের পাশ দিয়ে হাওড়া স্ট্যান্ডে বাস ঢুকল। গোপাল তড়াক করে উঠে পড়লেন। সোজা হয়ে বসলেন। ওঁদেরকে আমার বাকি ভাড়াটা বার করে দিলাম। দাঁড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ কায়দায় একটা স্যালুট করলেন গোপাল। হাতজোড় করে বললেন,

- টাকা দিয়ে আমাদের ছোট করবেন না।

বাসটা হু হু করে বেরিয়ে গেল।

এজেন্ট চাই

কলকাতায় ও জেলায় জেলায় যাঁরা আলিপুর বার্তার এজেন্ট হতে চান যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ফোন করুন **এই নাম্বারে ঃ**

৯৮৭৪০১৭৭১৬

অর্থনীতি

নির্বাচনী পরিস্থিতি প্রভাব ফেলবে আগামী আর্থিক বছরে

অনিমেষ সাহা

খারাপ সময়টা যেন শেষ হতেই চায় না। কোনওক্রমে ২০১৩-১৪ আর্থিকবর্ষ পার করতে পারলে মনে হয় রক্ষা পাবেন অনেকে। তবে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং-ও অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের হাত ধরে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার যে সেভাবে ঘুরে দাঁড়ালো না সেটা অবশ্য আপাতত সামনে এসেই গিয়েছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেও এটা বোঝা গেল উন্নয়নের হারটা বোধহয় এবার ৫ শতাংশের মধ্যেই আটকে থাকবে। এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর জানিয়েছে ২০১২-১৩ সালে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হয়েছিল বলে জানান হলেও আসলে তা ৪.৫ শতাংশ। যা ২০০৩-০৪ সালে সর্বনিম্ন বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের কাছাকাছি। এতসব কথা আলোচনা করছি তার কারণ হল, দেশের কৃষি, শিল্প পরিকাঠামো এই সমস্ত ক্ষেত্রেই স্লথ গতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। আর মাথা চারা দিয়ে উঠেছে মূল্য বৃদ্ধি এবং চরা সুদের বাজার।

তার সঙ্গে তাল দিয়ে বেড়েছে আমদানি-রফতানি আর বাজেট ঘাটতি। এতকিছু খারাপের মধ্যেও ২০১৩ সালে বিদেশি বিনিয়োগ কিন্তু বেশ নজর কাড়ার মতো। তাছাড়া গত বছর বর্ষার মরশুমটিও বেশ ভাল গিয়েছে। যাতে আশা করা যাচ্ছে বাজারে তার প্রভাব পড়বে। তার কারণ, কৃষি ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক কিছু হওয়ার খবর রয়েছে। যা মূল্যবৃদ্ধি কমাবে। এটা অবশ্য বাজারে গিয়েও বোঝা যাচ্ছে সবজির দাম আগের তুলনায় কিছুটা কম। তবে প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে এই আলো আধাঁরের মধ্যে আসলে দেশের উন্নয়নটা কোন মাত্রায় গিয়ে পৌঁছবে। সামনে ভোট আর তার সঙ্গে জড়িয়ে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা দেশের মানুষের কাছে ধীরে ধীরে সমর্থন খুইয়ে ফেলা কংগ্রেস দল আর আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান, এই সবকিছুর প্রভাব কিন্তু পড়বে জাতীয় অর্থনীতিতে।

আর যে সমস্ত তথ্য হাতে আসছে তাতে দেখা গিয়েছে বিগত ন'মাসেই কিন্তু আয়-ব্যয়ের (ফিসকাল ঘাটতি) ঘাটতির ৯৫ শতাংশ পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ৪.৮ শতাংশের যে লক্ষ্যমাত্রা ফিসকাল ঘাটতির জন্য রাখা হয়েছিল তা কিন্তু অনেকটাই পূরণ হয়ে এসেছে। তাই প্রশ্ন তো মনে জাগছেই যে, আগামী দিনে যদি ঘাটতির পরিমাণ বাড়ে তাহলে এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না কি? আর ঘাটতি বাড়লে তার প্রভাব তো পড়বেই দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন প্রান্তে। মূল্যবৃদ্ধি রুখতে শেষপর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন সুদের হার ০.২৫ শতাংশ বাড়তে বাধ্য হলেন। তিনি মনে করছেন খুচরো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ এখনও খুব চড়া। তাকে ৮ শতাংশের কাছে নিয়ে আসবে। পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হারও ৪ শতাংশের কাছে নিয়ে আসা তার লক্ষ্য। ২০১৩-১৪ সালে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হবে বলে মনে করে সরকার। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে তা ৪.৮ শতাংশেই পৌঁছাবে। কারণ, ২০১৩-১৪ সালের প্রথম ছ'মাসে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬ শতাংশ। তবে রবিশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য ঘাটতি লাগামের মধ্যে আসায় আশার আলো দেখছেন অনেকেই। তাই সমগ্র আর্থিক বছরে সবমিলিয়ে ৫ শতাংশের আশেপাশেই থাকবে জাতীয় বৃদ্ধির হার।

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তো আর অর্থনীতিতে মানতে চায় না। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনে করছে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি আগামীদিনে জাতীয় উৎপাদনের ২.৫ শতাংশে দাঁড়াবে।

তবে নির্বাচন পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের পরিমাণ ৯ থেকে ১২তে নিয়ে যাওয়ায় এক বিশাল অংকের টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এই সিদ্ধান্তের কিন্তু হালকা বিরোধিতাও করেছেন। তবে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তো আর অর্থনীতিতে মানতে চায় না। কারণ, তাহলে পাশাটাই বদলে যাবে। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনে করছে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি আগামীদিনে জাতীয় উৎপাদনের ২.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। দেশের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগও বাড়তে শুরু করেছে। সোনার লেনদেনের উপর যে কড়া অবরোধ করা হয়েছিল তাতে দামেও কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আবার আশার আলোও দেখাচ্ছে।

তাই ২০১৩-১৪ সাল আলো আঁধারের মধ্যেই হয়ত শেষ হবে। তবে আমেরিকা-ইউরোপের অর্থনীতি যেভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর সংকেত দিচ্ছে তাতে হয়ত রফতানির পরিমাণও বাড়বে। ইতিমধ্যে বন্ড কেনার পরিমাণও কমিয়েছে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই সবকিছুর মধ্যেও কোথায় যেন আলোর সন্ধান খুঁজে পাচ্ছে অর্থনীতিবিদরা। তাতে কৃষিতে অগ্রগতি এবং শিল্পে বিনিয়োগ ও উন্নত পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে নতুন পথেই হয়ত যাত্রা করবে ভারতীয় অর্থনীতি। তবে জাতীয় সরকারে একক দল না ত্রিশঙ্কু এই রাজনীতির আবহ কিন্তু কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখবে।

ধর্ম

সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী

গত সংখ্যার পর

বর্তমানে প্রধান পুরোহিত শ্রীচক্রবর্তীকে দেখে মনে হল, দেবীমায়ের কথা বলতে বলতে অন্য কোনও জগতে চলে গিয়েছেন। একটু

সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী

থেকে তিনি আবার বললেন, টাকা নিয়ে সেখানে দাতারামের যাওয়ার কথা রাজনগরে। কুঠিবাড়ি থেকে পৌঁএছ দিতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহেবদের টাকা। তা দিয়ে মহাল নীলাম ডাকবেন কি করে? ওই টাকায় তো তার কোন্য অধিকার নেই। সাতপাঁচ ভেবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না তিনি।

রাতের শেষে তিনি পৌঁছে যান কাটোয়ায়। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, সেখানে তখন মহাল নীলাম হচ্ছে। কি এক শক্তি ভর করেছিল দাতারামের ওপর। নীলাম ডাকলেন দাতারাম। তবে যেহেতু টাকাটা সাহেবদের তাই ডাক ছিলেন সাহেবদের নামে।

নীলামের শেষে ভয় পেয়ে যান তিনি। ভাবেন সাহেব যদি তার এই দুঃসাহসকে ক্ষমা না করেন। তাই আর দেরী না করে পালিয়ে আসেন কাটোয়া থেকে দক্ষিণেশ্বরে। এদিক তার খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন নীলকুঠির সাহেব।

একসময় দক্ষিণেশ্বরে এসে সাহেব খোঁজ পেলেন দাতারামের। সমস্ত কথা তিনি দাতারামের কাছে শোনেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিরস্কার না করে সাহেব দাতারামকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি দাতারামের কাঁধেই চাপিয়ে দিয়ে জমিদারীর দেখাশোনার ভার।

বৃদ্ধ বয়সে দেশে ফিরে যাবার আগে সাহেব সব জমিদারী দান করেন দাতারামকে। ভক্তের মনে ছিল ভগবানের নির্দেশ। সেই থেকে শুরু হয় মা মন্দিকেশ্বরী মায়ের নিত্য পুজো।

একসময় এই মন্দির চত্বরে সাধনার জন্য এসেছিলেন হরানন্দ ভৈরবী। মা নন্দিকেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি মন্দিরের হরিনাম সংকীর্তনের জন্য কালীয় দমনের মন্দির তৈরি করান।

প্রতি বছর পৌষ মাসের ২০ তারিখের পর সাঁইথিয়ার নন্দিকেশ্বরী মন্দিরে পৌষাল্যা উৎসবের আয়োজন করা হয়। একসময় বামাক্ষ্যাপা এখানে এসেছিলেন মায়ের দরবারে। সেসময় ঘটে যায় এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

ক্ষ্যাপাবাবা সাঁইথিয়ায় এসে ভুলেই গিয়েছেন যে, সন্ধ্যায় তারাপীঠে ফিরে গিয়ে মায়ের মন্দিরের আলো জ্বালাতে হবে। এদিকে নন্দিকেশ্বরী মন্দিরের পাশে রেলওয়ে স্টেশনে তখন চলছে হুলস্থূল কাণ্ড। শত চেষ্টা করেও তারাপীঠ যাওয়ার ট্রেন নড়ছে না। হঠাৎ ক্ষ্যাপাবাবার মনে পড়েছে সন্ধ্যা হওয়ার আগে তারাপীঠে ফিরে যেতে হবে। বামাচরণকে তখন দু'চারজন চিনতেন। ক্ষ্যাপাবাবাকে দেখে তারা বলে উঠলেন, বাবা এসে গিয়েছে। এবার ট্রেন চলবে।

কি হয়েছে জানতে চাইলেন বামাচরণ। জিজ্ঞেস করলেনে, কি হয়েছে? ট্রেন নড়ছে না শুনে বললেন, এই চলো। আশ্চর্যের ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল তারাপীঠগামী ট্রেন।

সুখের কথা, বর্তমানে মন্দির চত্তরের মধ্যে মহাতাপস মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে বালানন্দ যাত্রীনিবাস। যে কোনও মানুষের থাকার জন্য আদর্শ জায়গা। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী ছাড়াও এখানে এসেছেন ঠাকুর সত্যানন্দ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাধু সন্ন্যাসীরা।

রথযাত্রার সময়, বিপদতারিণী পুজোয় এখানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। শনি, মঙ্গলবারেও অনেকে মাকে পুজো দিতে আসেন। এখানে মায়ের পুজোর নৈবেদ্য হিসেবে কলা-বাতাসা খুবই পরিচিতি। অমরানন্দ স্বামী নামে জনৈক সাধু এই ধরনের প্রসাদের প্রচলন করেন। এছাড়াও খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি, পায়েস,

একসময় এই মন্দির চত্বরে সাধনার জন্য এসেছিলেন হরানন্দ ভৈরবী। মা নন্দিকেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি মন্দিরের হরিনাম সংকীর্তনের জন্য কালীয় দমনের মন্দির তৈরি করান।

চাটনি ভোগ হিসেবে মাকে ভোগ দেওয়া হয়। মায়ের ভোগের জন্য আধঘণ্টা বিশ্রাম।

এখানে মাকে পুজো করা হয় চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী, চতুর্ভূজা ধ্যানে। দুর্গাপুজোর চারদিন মা'কে পুজো করা হয় দুর্গারূপে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছে এখানে। বিশেষ বিশেষ দিনে মায়ের প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় জমিদার বাড়ি থেকে। এছাড়া কালীপুজো, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী পুজো সব উৎসবেই মা নন্দিকেশ্বরীকে নিয়ে মেতে ওঠেন সাঁইথিয়ার মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নন্দিকেশ্বরী মন্দিরের সামনেই রয়েছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মন্দির।

অতীতে এখানে রথযাত্রার ব্যবস্থা ছিল। মাঝে তা বন্ধ বা সীমিত হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষেরা আবার এই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন, যদি মূল মন্দিরের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই।

নন্দিকেশ্বরী মায়ের মন্দিরের কাছেই ময়ূরাক্ষী নদী। কোনও কোনও বছর বর্ষার সময় সাঁইথিয়ার মতো মহকুমা শহরও বন্যায় ভেসে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, একবারের জন্যও বন্যার জল স্পর্শ করেনি মায়ের মন্দির চত্বর। এখানে একটা প্রবাদ আছে যা বাস্তবেও বার বার প্রমাণিত হয়েছে। তা হল, এখান থেকে অর্থ আয় করে বাইরে কোথাও বিনিয়োগ করলে তার ফল ভাল হয় না।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এখানে পাণ্ডার কোনও উৎপাত নেই। কিন্তু আছে এক মনোরম পরিবেশ। হাওড়া থেকে ট্রেনে সাঁইথিয়া স্টেশনে নেমে মায়ের মন্দিরে পৌঁছাতে পায়ে হেঁটে সময় লাগে খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

বাঙালির হৃদয় খালি করে চলে গেলেন যুগনায়িকা। এই কিংবদন্তীর অনেক অজানা কাহিনী নিয়ে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রতিবেদন

গত সংখ্যার পর

সেই সময় হোটেলে আর একটি পরিবার বেড়াতে এসেছিল। সুচিত্রা দেখলেন তাদের একটা বাচ্চা (মুনমুনেরই বয়সী) বার বার খেলনা গাড়িটা ধরে টানছে। তার পরের দিন দেখলাম, সুচিত্রা আর একটা খেলনা গাড়ি কিনে এনে ওই বাচ্চাটার হাতে দিলেন।

এই হচ্ছেন সুচিত্রা সেন। মহানায়িকা নন, আসলে তিনি ছিলেন একজন আটপৌরে বাঙালি মেয়ে, বাংলার বউ। তাঁর এই রূপটা বোধহয় অনেকেই খোঁজার চেষ্টা করেননি। করলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন, ওঁর মনের মধ্যে সবসময় বয়ে চলেছে অতলের আহ্বান। তিনি কৃষ্ণা, তিনি রমা, তিনি সুচিত্রা আবার তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়া। একই অঙ্গে নানা রূপ।

নিজে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি বলে তিনি নিজের মেয়েকে পড়াশোনা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন বিলেত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ওঁর নাতনিদের মডেল হওয়া বা অভিনয় করার ব্যাপারটিকে ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি। ইদানীং তাঁর সবচেয়ে পছন্দের তালিকায় রয়েছে একদা বিখ্যাত গায়ক মুকেশের ছেলে নীতিশ মুকেশ। মাঝে মাঝে কলকাতায় এলে একমাত্র তাঁর সঙ্গে অনেকটা সময় কথা বলেন মিসেস সেন। খুব স্নেহ করেন তাঁকে। খাওয়া দাওয়া খুবই রেসট্রিকটেড। অথচ একসময় খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে উনি তেমন কোনও বিধিনিষেধ মানতেন না। খেতে ভালবাসতেন পমফ্রেট আর ইলিশ মাছ। তবে বেশি তেল-ঝাল দেওয়া খাবার চিরদিনই এড়িয়ে চলেছেন।

বরাবরই শ্যুটিং-এর সময় নিজের খাবার সঙ্গে নিয়ে আসতেন। দেবী চৌধুরানী'র শ্যুটিং ছিল বজরায়। একদিন শ্যুটিং শেষ হয়ে গিয়েছে দেড়টার মধ্যে কিন্তু তখনও খাবার এসে পৌঁছায়নি কারণ জোয়ার এসে যাওয়ায় নৌকো বজরার কাছে আসেতে পারেনি। চারটের সময় নৌতো এসে পৌঁছল। ততক্ষণ তিনি তাঁর বাড়ি থেকে আনা খাবারটা খাননি। এই সহমর্মিতার প্রসঙ্গে আরও ঘটনা জানাব পরে সময়মতো।

প্রথম প্রথম ছবি করার সময় বাঙাল ভাষা মাঝে মাঝেই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তো। তবে পরে সে ব্যাপারটা আর শোনা যায়নি। অবশ্য তদানীন্তন পূর্ব বাংলার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলতেন তাদের দেশজ ভাষাতেই।

পরিচালক গুলজারের সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে তাঁর। ছবি করার কথাও শোনা গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা আর ফলপ্রসূ হয়নি। মিসেস সেনের কথা বলতে গিয়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে বারবার উঠে আসে দেবকীকুমার বসু'র কথা। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে তিনি কিন্তু সুচিত্রা সেনকে শেষ দৃশ্যে আনেননি। শেষ দৃশ্য ছিল এরকম- এক চণ্ডালের ছেলে তখন মৃত্যুশয্যায়। ছেলেটির বাবা সেই অবস্থাতেই হরিনাম করে চলেছেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় একসময় ছেলেটি জীবন ফিরে পেল। দেবকীবাবুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এইভাবে কেন ছবির শেষ দৃশ্যের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের লেখা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বইতে এইভাবেই শেষ করা হয়েছে। সেখানে আরও লেখা আছে, চণ্ডালেরা যেন শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকেন। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেবই প্রথম বলেছিলেন, আচণ্ডালে দেহ প্রেম। একটা ছবির চিত্রনাট্য তৈরির জন্য দেবকীবাবু যে কত পরিশ্রম করতেন এই ঘটনাও তার অন্যতম প্রমাণ।

আমার যখনই মন খারাপ হয়, তখনই আমি এই ছবিটা দেখতে চলে আসি। যতবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে পর্দায় দেখি ততবার মনে হয়, আসল নকল সব একাকার হয়ে গিয়েছে।

একদা পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ছিলেন খ্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী। সেই তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবিটা বারো বার দেখেছিলেন। একদিন তিনি বলেছিলেন, আমার যখনই মন খারাপ হয়, তখনই আমি এই ছবিটা দেখতে চলে আসি। যতবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে পর্দায় দেখি ততবার মনে হয়, আসল নকল সব একাকার হয়ে গিয়েছে। আজও মুম্বাইতে রাজ কাপুরের স্টুডিওর ঘরে দেবকীবাবুর একটা ছবি রাখা আছে। রাজজীর বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুরকে, দেবকীবাবু ছবির দুনিয়ায় আসার প্রথম সুযোগ দেন। বিশেষ সূত্রের খবর, রাজজী যখনই শ্যুটিং করতে যেতেন, তখনই দেবকীবাবুর ছবির সামনে ধূপ জ্বেলে প্রণাম করে তারপর কাজ শুরু করতেন।

অরবিন্দবাবুর মতে, বিষ্ণুপ্রিয়া যেমন মিসেস সেনকে ছবির জগতে পরিচিতি দিয়েছে, সাত পাকে বাঁধা তেমনই তাঁর অভিনয় প্রতিভার নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে দর্শকদের।

তিন দশক ধরে ছবির জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর উনি সরে দাঁড়ালেন নিজে থেকেই। আমাদের প্রতেকের জীবনেই এমন কিছু ঘটনা ঘটে বুদ্ধিতে যার ব্যাখা মেলে না। তাঁর জীবনের শুরুতেই ঘটেছিল এমনই এক ঘটনা। প্রথম যে ছবিতে তিনি অভিনয় করেন তার নাম 'শেষ কোথায়'। আগেই বলেছি ছবিটা আজও মুক্তি পায়নি। একই ঘটনা ঘটেছিল তাঁর বিপরীতে সবচেয়ে সফল হিরো উত্তমকুমারের জীবনেও। বলাবাহুল্য, এই ছবির সূত্রেই বাহান্ন সাল থেকে ছবির আঙিনায় অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। একসময় তখনকার দিনের বিখ্যাত পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর চোখে পড়ে যান। নীরেন লাহিড়ী 'কাজরী' সেই অর্থে বলা যেতে পারে সুচিত্রা সেনের জীবনের প্রথম ব্রেক। একইসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন সুকুমার দাশগুপ্তের 'সাত নম্বর কয়েদী' ও নির্মল দে'র 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবির কথা। এই সময় ঘটল সেই প্রবাদপ্রতিম ঘটনা। তখনকার প্রসিদ্ধ এম.পি. প্রডাকসন্সের ছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর সুচিত্রা প্রথম অভিনয় করেন উত্তমকুমারের বিপরীতে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবি (২)

ছবির নাম	পরিচালক	সহ-অভিনেতা
১৯৬০		
৩৫. হাসপাতাল	সুশীল মজুমদার	অশোককুমার, পাহাড়ী সান্যাল
৩৬. স্মৃতিটুকু থাক	যাত্রিক	বিকাশ রায়, অসিত বরণ
১৯৬১		
৩৭. সপ্তপদী	অজয় কর ছবি বিশ্বাস	উত্তমকুমার,
১৯৬২		
৩৮. বিপাশা	অগ্রদূত	উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস
১৯৬৩		
৩৯. সাত পাকে বাঁধা	অজয় কর	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
৪০. উত্তর ফাল্গুনী	অসিত সেন	বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়
১৯৬৪		
৪১. সন্ধ্যাদীপের শিখা	হরিদাস ভট্টাচার্য	বিকাশ রায়, অনিল চ্যাটার্জি
১৯৬৭		
৪২. গৃহদাহ	সুবোধ মিত্র	উত্তমকুমার, প্রদীপকুমার
১৯৬৯		
৪৩. কমললতা	হরিসাধন দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার, নির্মলকুমার
১৯৭০		
৪৪. মেঘ কালো	সুশীল মুখোপাধায়	বসন্ত চৌধুরী, সুব্রতা, বিকাশ রায়

বব বিশ্বাস এবার বঙ্কু বুড়ো

ঋত্বিক ঘটককে প্রায় সশরীরে পর্দায় উপস্থিত করার পর কেয়ার অফ স্যার-এর দৃষ্টিহীন, আশ্চর্য প্রদীপের লোভার্ত মধ্যবিত্ত প্রলয়-এর রসিক কর্তব্যনিষ্ঠ সিআইডি অফিসার নামতে নামতে এবং ডামাডোলে হাতকাটা কার্তিক টাইপের ঘৃণ্য মস্তান হওয়ার পর এবার বঙ্কুবাবুর চরিত্রে টাকমাথা সত্বর বছর বয়সি এক বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনয় করছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। সম্ভবত বাংলা ছবিতে প্রথম এই ধরনের উন্নত মেকআপ ব্যবহার করা হল। শাশ্বতের মুখের প্রত্যেকটি বিন্দুর ছবি তুলে জরিপ করে একটি মুখোশ বানানো হয়েছে। এই মুখোশের ওপরেই চুল, গোপ বসানো হচ্ছে। এই মেকআপ করতে সময় লাগছে তিনঘণ্টা। ছবিতে দেখা যাবে বঙ্কুবাবুর স্ত্রী ও দুই অসফল পুত্রকে নিয়ে সংসার যাপন করেন। তা সত্ত্বেও অন্য বৃদ্ধদের যে যন্ত্রণা তা থেকে তাদের মুক্ত করার উপায় খোঁজার অভিযানে ঝাপ দেন তিনি। গত বছর মাত্র ১২ মাসের মধ্যে ৮টি ভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে নজির সৃষ্টি করেছিলেন। এবার দেখার এ বছর শাশ্বত কোথায় গিয়ে পৌঁছান।

বিশ্বজিৎ আবার বাংলায়

ছেলে যখন টলিউডের সম্রাট হয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন তখন বাবা বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি আবার ফিরে আসছেন বাংলা ছবিতে। প্রায় তিনদশক আগে সুপারহিট বাবা তারকনাথের পর বিশ্বজিৎকে আর বাংলা ছবিতে দেখা যায়নি। অবশ্য এই সময় হিন্দি ছবিও করেছেন নামমাত্র। এতকাল পর বিশ্বজিৎ যে ছবিটি করতে চলেছেন তা হল ঋতব্রত ভটচার্য পরিচালিত 'সন্ধ্যে নামার আগে'। একটি ক্রাইম থ্রিলারকে ঘিরেই এই ছবির কাহিনী বিস্তারিত হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ৮ ফেব্রুয়ারি - ১৪ ফেব্রুয়ারি,২০১৪

মেষ: মনের ইচ্ছা থাকলেও শুভ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে পারবেন না। শরীর সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। দৃঢ় মনোভাব সত্ত্বেও পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃষ: সামান্য ভুলত্রুটির জন্য অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে। মিথ্যা ঝামেলা বা গোলমাল যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কর্মের অস্থায়ী যোগ মাঝে মধ্যে বিপন্ন করে ফেলবে। ভ্রমণকালীন সময়ে সতর্ক ও সাবধান থাকবেন।

মিথুন: মাঝে মাঝে মানসিক উদ্বেগ দেখা গেলেও পরিস্থিতিকে সামলে নিয়ে চলতে পারবেন। ব্যবসা বাণিজের ক্ষেত্রে আর্থিক শুভফল পাওয়া যাবে। নতুন কাজের যোগাযোগ আসতে পারে। পাকস্থলীতে পীড়াযোগ লক্ষিত হয়। স্নেহ প্রীতির ক্ষেত্রে বিরোধের যোগ রয়েছে।

কর্কট: শরীর সম্বন্ধে সকল সময় সচেতনতা অবলম্বনীয়, নিম্নাঙ্গে পীড়া ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর্থিক আদান-প্রদানের ফল মনের মতো হবে না। গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। পাকস্থলীতে পীড়া এখনও থাকবে।

সিংহ: মনের ইচ্ছা পূরণের পথে গ্রহগণ সাহায্য করবে। প্রতারকের হাত থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করুন। কর্মযোগ শুভ নয়। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হওয়া সম্ভব। অনর্গল কথা না বলে একটু সংযত হওয়া দরকার। শিক্ষায় সাফল্য।

কন্যা: মানসিক দৃঢ়তার অভাব লক্ষিত হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা চালাবে। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে শুভ যোগ রয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে অগ্রগতির কারকতা বিদ্যমান। সময় মতো চলাফেরা না করায় স্বাস্থ্যহানির কারকতা বিদ্যমান। ব্যবসায় ক্ষতির যোগ।

তুলা: উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ভাটা পড়বে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ক্ষতির কারকতা রয়েছে। নিম্নাঙ্গে পীড়া। শুক্রঘটিত একাধিক গোলযোগ, বাত বা বাতের যন্ত্রণায় অনেকে কষ্ট পাবেন। পারিবারিক বিষয়ে নতুন নতুন কিছু ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে।

বৃশ্চিক: পূর্বে যতটা ভালোর আশা করা গিয়েছিল বর্তমান ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হবে না। ক্রোধ বর্জন করে চলা দরকার। প্রেসারের গোলমালে অনেকে কষ্ট পাবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ ঘটা সম্ভব। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল হবে না

ধনু: নতুন কাজের জন্য চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। পেশাদারি কর্মে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে একাধিক বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাওয়া যাবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজে সাফল্যের জন্য সুনাম পাবেন। স্থান পরিবর্তনের যোগ।

মকর: সাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়েও মনের মতো ফল করতে পারবেন না। অর্থ যেমন আসবে তা অপেক্ষা খরচ বৃদ্ধি পাবে। যে কারণে কিছু দেনা হওয়া সম্ভব। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আংশিক লাভযোগ দেখা যায়। চেষ্টা করেও সুনাম বা সাফল্য পাবেন না।

কুম্ভ : দেশ ও দশের কাজে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। অন্যের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে গেলে সেই কাজ শুভ হবে না। গলদেশে পীড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। দূর ভ্রমণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাধা রয়েছে।

মীন: মনের স্থিরতা না থাকায় সংকল্পিত কার্যগুলিতে বাধা সৃষ্টি হবে। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বাধা এলেও শুভফল পাওয়া যাবে। ব্যয় এত অধিক বৃদ্ধি পাবে যা সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ফল মনের মতো হবে না।

সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য জেলায় জেলায় সংবাদদাতা চাই। অভিজ্ঞতার বিবরণীসহ যোগাযোগ করুন এই ই-মেলেঃ
alipur_barta@yahoo.co.in

মাঙ্গলিকী

যুগসাগ্নিকের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি:সে ছিল এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা যুগসাগ্নিকের একটি সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান জীবনানন্দ সভাগৃহে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাঘরের চেহারা 'ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই ছোট এ তরী' - ৫টা বাজতে না বাজতেই সমস্ত আসন ছাপিয়ে বাঙলার লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহুগুণী কবি, সাহিত্যিককে দেখা গেল সভাঘর পূর্ণ করে দাঁড়িয়ে থাকতে। বোঝা গেল মাত্র দুটি কি তিনটি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যুগ সাগ্নিক বাঙলা লিটল ম্যাগাজিন জগতে প্রথম সারিতেই ঠাঁই করে নিয়েছে - উষ্ণ অভিনন্দন পত্রিকার সম্পাদক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী প্রদীপ গুপ্তকে। বস্তুত সভাঘরের এই চেহারা দেখেই মঞ্চে উপবিষ্ট কবি কৃষ্ণা বসু (তাঁকে ও মঞ্চে উপবিষ্ট আর এক স্বনাম খ্যাত কবি ব্রত চক্রবর্তীকে যথাযথ সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নেওয়া হয়) হর্ষ প্রকাশ করে বলেন, যখন বাঙলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা কমছে, গ্রন্থাগারগুলির সদস্য সংখ্যা লীন হচ্ছে, তখন এ সন্ধ্যায় যুগ সাগ্নিকের আসরে এসে তিনি মনে ভরসা পাচ্ছেন বাঙলা সাহিত্য লোপ পাবে না। পরে তিনি স্বরচিত একটি কবিতাও শোনান।

পত্রিকার সম্পাদক প্রদীপ গুপ্তও হর্ষ প্রকাশ করেন এই বলে যে তিনি আপ্লুত এত কবি, লেখক তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আজকের সভায় যোগদান করেছেন বলে - তিনি সকলকে জন্য আন্তরিক ধন্যবাদও জানান। এই পর্যায়েই প্রদীপ গুপ্তের পরে পঠিত একটি ছন্দময়, হৃদয়স্পর্শী স্বরচিত কবিতা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া তিনি বাণিজ্যিক পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্র নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি বাবলু ভট্টাচার্য মঞ্চ থেকে সকলের কাছে আবেদন রাখেন যুগ সাগ্নিকের পথ চলায় সবাই যেন হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি আরও 'তৎকাল' গোছের আবেদন রাখেন, সভায় উপস্থিত সকলে যেন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন (যথারীতি অধিকাংশজনই 'কেউ কথা রাখেনি')।

এদিন এক শুভ মুহূর্তে যুগ সাগ্নিকের সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন কবি কৃষ্ণা বসু, সভাঘর উপস্থিত সুধীজনের করতালিতে মুখরিত হল।

এদিন সভার শুরু হয় বহু প্রতিভামুখী নবকুমারের অনবদ্য সঙ্গীতে। সভার শেষের দিকে শ্রীকান্ত সরকারের গানও সকলের হৃদয় ছোঁয়। যথারীতি হৃদয় ছোঁয় শিবুলাল শীলের অনবদ্য ভাটিয়ালি গান। কিশোরী শতভিষা সরকারের ভৈরবী রাগে ভজন এই প্রবীণ প্রতিবেদকের মনে অনেকদিন অনুরণিত হবে।

এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা-আবৃত্তি প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন নিতাই মৃধা, মধুসূদন কর, সিরাজুল ইসলাম, সুব্রত ভদ্র (অনবদ্য বাঙলা ও ভোজপুরী ভাষায় ছড়া), রীতা দাস, রুমা ঘোষ (হিন্দি কবিতা), অরুণ ভট্টাচার্য (দুর্দান্ত প্রতিবাদি কবিতা) প্রমুখ। ধ্রুপদী সুর মেশানো পারমিতা দাসের ভজন গানের উল্লেখ করা প্রয়োজন, খুবই ভাল পরিবেশনা। যথাযথ সম্মান জানিয়ে সসঙ্কোচে বলতে হয় কবি ব্রত চক্রবর্তীর কবিতা ছিল অতি জটিল। যেমন হেঁয়ালিপূর্ণ কিছু বোঝা যায় না এমন গান শুনিয়েছেন সুবীর সরকার।

আবার আসর মাতিয়েছেন সুসাহিত্যিক সুকুমার মন্ডল তাঁর অনবদ্য 'মা দুর্গর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' পাঠে! সভার শেষ পর্বে বাণিজ্যিক পত্রিকা-লিটল ম্যাগাজিনের কথা বলেছেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মজাদার ফ্লিপ-ফ্লপ রঙিন তাসের জাদুর মাধ্যমে।

দীপক লাহিড়ীর কবিতা নিয়ে আলোচনা ছিল মনোজ্ঞ। তবে সভার একেবারে গোড়ায় সঞ্চালিকা বললেন, (সঞ্চালিকা রুমা ঘোষ) বাঙলা ভাষায় তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না, অথচ পরে দেখা গেল তিনি যথাযথই বাঙলা বলছেন - তাহলে ? সভার দ্বিতীয় পর্ব সঞ্চালনা করেন জয় ভট্টাচার্য। মোটামুটি ঠিকই ছিল।

পুনশ্চঃ আসর আধঘণ্টা দেরিতে শুরু হল কেন ?

শিল্প মননের বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা

গ্রন্থসন্ধানী: মেদিনীপুরের মহিষাদল থেকে প্রকাশিত, বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র 'শিল্প মনন'-এর তরফে বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয় একটি বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা। নাম বাইশে শ্রাবণ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এই সাহিত্য সংখ্যায় সব লেখা।

এটা ঘটনা যে, বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে,ততদিনই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখালেখি চলবে। বাইশে শ্রাবণে সব লেখাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নতুন নতুন আঙ্গিকে খোঁজার প্রয়াস। যেমন ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন তাঁর নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে ধরেছেন বহু তথ্যের সঙ্গে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশেষ উৎসাহও জুগিয়েছেন কবি, যা জানা যায় অমিয়বরণ ভৌমিকের নিবন্ধ থেকে। দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের বাস্তব দিকটির বিষয়ে সবসময় ছিলেন সচেতন। এটা উপলব্ধি করা যায় তাঁর শিল্প ভাবনার বিষয়ে সঙ্গীতা (দাস) মহাপাত্রের তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ থেকে। নতুন নতুন রুচিসম্মত পোশাক সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ব্যবহারও করেছেন। এবিষয়ে আলোকপাত করেছেন অনুরাগ রশিদ ও শ্রাবন্তী রায় তাঁদের নিবন্ধের মাধ্যমে। এক তরুণ প্রতিভাবান জাদুকরকেও রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ যুগিয়েছিলেন প্রত্যক্ষভাবে। যিনি পরবর্তীকালে বিশ্ব জাদু ইতিহাসে জাদু সম্রাট পি.সি. সরকার (সিনিয়র) নামে চিহ্নিত হন। এই কাহিনী শুনিয়েছেন জাদুকর সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা দেশব্যাপী মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেন রবীন্দ্রনাথ। তার ইতিহাস আমরা পাই পল্লব কুমার পাল, অনিতা দত্ত, বাপ্পাদিত্য পান্ডে, অমৃতা মহাপাত্র, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখের বিবিধ তথ্যপূর্ণ নিবন্ধে। আরও পড়ি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কলমে ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের শাড়ির বুটিক প্রভৃতির কথা। বিশ্বকবির পূর্বপুরুষ কুশারীদের ইতিহাস সন্ধান করেছেন তারিক হাসান তাঁর নিবন্ধে। জহিরুল হকের নিবন্ধ বিশ্বকবির শ্বশুর বাড়ি নিয়ে, এক অনবদ্য ইতিহাস সমৃদ্ধ রচনা।

অরূপ রতন

এছাড়াও বাইশে শ্রাবণ সমৃদ্ধ হয়েছে বহু কবির কবিতায়, যা সবই বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। এইসব কবিতা লিখেছেন গীতা সরকার, পরিতোষ সামন্ত, বিধান সাহা, নিত্যানন্দ দাস, নিতাই মৃধা, সুনীল মুখোপাধ্যায়, ঝুনু ভৌমিক, আশালতা (পন্ডিত) মন্ডল, অনুস্মিতা শূর, শ্রাবন্তী রায়, যূথিকা প্রামাণিক, বিমল মুখোপাধ্যায় (প্রয়াত), শোভা রায়, প্রবীরকুমার সামন্ত, গৌরী বসু, সবুজ চক্রবর্তী, জীবন কৃষ্ণ ভৌমিক, সরিৎ কুমার জানা।

সর্বোপরি স্বর্ণেন্দু শেখর দাসের সম্পাদকীয় 'আজও তিনি রবীন্দ্রনাথ' এক অসাধারণ মাত্রার অণুনিবন্ধ। মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের ভাবনা তথা রবীন্দ্রনিবন্ধগুলি যথাযথ সম্পাদনার মাধ্যমে স্বর্ণেন্দুশেখর আমাদের উপহার দিয়েছেন এক বর্ণময় রবীন্দ্র কোলাজ হিসেবে।

উপসংহারে বলতে হয়, তরুণ প্রজন্মের রবীন্দ্র গবেষকদের কাছে বাইশে শ্রাবণ সাহিত্য পত্রিকাটি অবশ্যই একটি সংগ্রহযোগ্য সাহিত্য দলিল - স্বর্ণেন্দু শেখর দাসকে বিশেষ অভিনন্দন।

পুনশ্চঃ স্বর্ণেন্দু শেখরের এই পত্রিকায় অন্তত একটি রবীন্দ্র কবিতা থাকা উচিৎ ছিল।

যোগাযোগ-৯৭৩২৫৫৮১৯২

লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশকদের জন্য সুখবর

আপনারা কি আপনাদের প্রিয় লিটল্ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে চলেছেন? কিংবা নতুন কোন সংখ্যা? আপনি কী নিজের কোন সংকলন প্রকাশ করেছেন? খবর দিন আলিপুর বার্তাকে। **কেন?** প্রতি মাসে কোন কোন ম্যাগাজিন প্রকাশ হল। তাতে কি থাকছে। নতুন সংখ্যাই বা কি বেরুল। কারা কারা নতুন নতুন সংখ্যা বা বই প্রকাশ করলেন। এছাড়াও খুবই অল্প খরচে আপনার পত্রিকা বা বইয়েরপ্রচ্ছদ সহ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এই বিভাগে। **যোগাযোগ করুনঃ** অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪ কুণাল মালিক ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বিপণনের অভাবে অন্ধকারে কলকাতার বই বাজার

সঞ্জয় সরকার

পরিবহণের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও জমে উঠেছে বইমেলা। বই দেখা কেনার পাশাপাশি চলছে ছবি আঁকা আর টিভি চ্যানেলগুলির স্টলের হইহুল্লোড়। *ছবিঃ অভিমন্যু দাস*

ভূতের বাজারে এবার বোধহয় একটু টান পড়েছে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে। বইমেলায় ইউবিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত কিশোর সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা সভায় সঞ্চালক যখন জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের মধ্যে কে কে ভূত পছন্দ করেন? উপস্থিত সব বয়সী দর্শকদের মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশের হাত উঠল। সঞ্চালক এবার বললেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভূতের বাজার আর আগের মতো নেই। তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে রহস্য রোমাঞ্চ সাহিত্যিক অনীশ দেব এগিয়ে এসে বললেন, আসলে প্রয়োজন অনুযায়ী লেখার ধারা পরিবর্তন করতে হয়। এখনও যদি আমরা ৪০ বছর আগের শৈলীতে ভূতের গল্প লিখি তাহলে এখনকার বাচ্চারা কখনই নেবে না। তার মধ্যে কয়েকজন দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সাম্প্রতিক পাঠ করা কয়েকটি গল্পের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখলেন যে, আজকের ফাস্ট লাইফ এবং প্রযুক্তির সর্বগ্রাসীতার সঙ্গে পাল্লা রেখে লেখক যদি তার লেখার বিস্তার ঘটাতে পারেন তবে অবশ্যই আজকের বাচ্চারা সাহিত্য পড়বে। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেল মঞ্চে উপবেশন করা সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মুখে। তিনি বললেন, আজকের টিভি সিরিয়াল ও বিনোদনের হাজারো পসরার মধ্যে শিশু-কিশোর মন স্বাভাবিকভাবেই কার্টুন কমিকসের দিকে বেশি ঝুঁকছে। লেখার সময় লেখকরা যদি আজকের শিশু-কিশোর হয়ে যেতে পারেন মনের দিক থেকে তবেই তাদের কাছে জনপ্রিয় হতে পারবেন। মঞ্চে ডেকে আনা হয়েছিল বেশ কয়েকটি শিশু ও কিশোরকিশোরীকে। তারা প্রত্যেকেই মহানগর বা শহরতলিবাসী। দেখা গেল তারা সাহিত্য পাঠ করে ঠিকই কিন্তু অধিকাংশই ইংরাজি বই। তার মধ্যেও তারা যে কয়টি বাংলা বই পড়েছে তার মধ্যে রয়েছে ক্ষীরের পুতুলের মতো ক্লাসিক অথবা সত্যজিৎ রায়ের বই। তবে প্রত্যেকেই দু-চারদিন আগেই পড়ে ফেলেছে চাঁদের পাহাড়। এক স্টলে দেখা গেল বই কিনতে বেশ আগ্রহী এক যুবক পিতা তার বছর দশেকের শিশু পুত্রকে বই কিনে দিচ্ছেন। বাচ্চাটির ভূতের বই কেনার প্রবল ইচ্ছা কিন্তু তার বাবা ধমক দিয়ে বলে নানা ওসব ভূতটূত ভাল জিনিস নয় বলে বিভূতিভূষণের শিশু-কিশোর সমগ্র নিয়ে ছেলেকে বোঝাতে শুরু করলেন এই বইটি তোকে পড়তে হবে এটা খুব ভাল বই। বাচ্চাটি ততক্ষণে করুণ মুখে একটি হরর অমনিবাস টেনে এনে শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কলকাতা বইমেলা-২০১৪

বিভিন্ন শিশু-কিশোর সাহিত্যিক, প্রকাশক ও পাঠকদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেল প্রত্যেকে কিন্তু একটি বিষয়ের ওপর প্রচণ্ড জোর দিচ্ছেন তা হল, লেখার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের যদি কল্পনা শক্তি জাগ্রত করা যায় তবেই প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তারা প্রাপ্তমনস্ক পাঠক হয়ে উঠতে পারবে। উপরুক্ত সাহিত্য সভায় তরুণ সাহিত্যিক কাবেরী রায়চৌধুরী বলছিলেন, বাব-মায়েরা যদি সারাক্ষণ টিভি সিরিয়াল আর রিয়েলিটি শো দেখেন তবে তাঁদের সন্তানরা কখনই বই পড়তে শিখবে না।

একটা ব্যাপার কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজকের বই বিক্রি অনেকটাই নির্ভর করছে বই বিপণন পদ্ধতির ওপর। প্রচার মাধ্যমে আলোকিত হওয়ার জন্যই মানুষ চাঁদের পাহাড় বা বিভূতিভূষণের অন্য বই কিনতে যেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে পাশাপাশি হইহই করে বিক্রি হচ্ছে সুচিত্রা সেন সংক্রান্ত একাধিক বই এবং প্রয়াত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের সংকলন। গল্প উপন্যাসের চাইতে এবারও বিষয়ভিত্তিক বইয়ের বাজার বেশ ভাল। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন বইগুলি প্রত্যেকটি স্টলেই হট কেকের মতো বিক্রি হচ্ছে। এমনকী মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ সংক্রান্ত বই পাওয়া যাচ্ছে বামপন্থী বইয়ের বিপণিতে। এবার বইমেলার প্রথম সপ্তাহে মানুষের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা গেল ক্লাসিক সাহিত্য কেনার প্রতি। বিশ্বভারতীসহ একাধিক স্টলে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সংকলন কিনতে আগ্রহী অজস্র মানুষ। আবার দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছু উত্তেজনাকর গদ্য সাহিত্য লোকে চুঁড়ে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন স্টলে। তবে মানুষের প্রচণ্ড অনাগ্রহ রাজনীতি সংক্রান্ত বই কিনতে। বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর বটতলার সাহিত্য সংকলন, হরিদাসের গুপ্ত কথা, রামায়ণ-মহাভারতের সহজ সরল ব্যাখ্যা নিয়ে লেখা বই কিনতে লোকে বেশ আগ্রহী। বিষয় ভিত্তিক বইয়ের মধ্যে অভিধান ও পরিভাষা সংক্রান্ত বই খুঁজে খুঁজে কিনছেন বেশকিছু মানুষ। ইসলামিক বিষয় নিয়ে লেখা নানা ধরনের বই বিক্রি করছে বিশেষ কয়েকটি স্টল। এই স্টলগুলিতে বইক্রেতার সংখ্যা গত কয়েকবছরের তুলনায় এবার বেড়েছে।

মূলত শিশু-কিশোরদের জন্য শুধু গল্প নয়, নানারকম বিষয়ভিত্তিক বই প্রকাশ করায় খ্যাতনামা এক প্রকাশনা সংস্থা অনেকগুলি বইয়ের 'ই-বুক' সংস্করণ প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, শিশু সাহিত্য সম্রাট যোগীন্দ্রনাথ সরকারের চিরকালের সেরা বই, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে বুদ্ধদেব গুহ বিভিন্ন সাহিত্যিকের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই প্রকাশনার ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে আপনি বই কিনতে পারবেন।

অন্যান্য রাষ্ট্রের হলগুলির মধ্যে এবার বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে কার্জন হলের আদলে তৈরি বাংলাদেশ স্টল। এই কার্জন হল বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ৫ ফেব্রুয়ারি মেলায় পালিত হল বাংলাদেশ দিবস। এই দিন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে মিলে গেল দুই বাংলা।

আর একটি কথা উল্লেখ না করলে লেখা অপূর্ণ থেকে যাবে তা হল, এবারের অতিথি পেরুর কবি ফ্রান্সেসকা ডেনেগ্রি-র কথা। তিনি গত কয়েকবছর ধরেই একটি মিশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তা হল, ভারতীয় সাহিত্যকে পেরু তথা দক্ষিণ আমেরিকার মানুষের কাছে পরিচিত করা।

এবারে কিন্তু বিশেষ কোনও খাবার বইমেলা প্রাঙ্গণে সুপারহিট হতে পারেনি। তবে বাঙালি বোধহয় একটু স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছে। তার জন্য এবার বার্গার আর কচুরির পাশাপাশি স্যান্ডউইচ খাদকদেরও ভাল ভিড় চোখে পড়ল। তবে একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে তা হল, প্রথমত মিলন মেলায় পৌঁছনোর পরিবহণগত সমস্যা এবার আরও ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এত ছোট জায়গায় এত স্টলের স্থান সংকুলান করতে গিয়ে বারাণসীর গলির মতোই বেশকিছু গলি বেরচ্ছে যা মানুষকে খুঁজে পেতে নাকানি চোবানি খেতে হবে। এইসব গলিতে যাদের স্টল পড়েছে তাদের একমাত্র ঈশ্বরই ভরসা।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের কিছু কর্তা নাকি এবার মেলায় সরস্বতী পুজোর আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানে পুজো হলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও যদি তাদের স্টলে বা মমার্তের মতো জায়গায় ধর্মাচারণ করতে চান তাহলে সমস্যা দেখা দেবে বলে অন্য কর্তারা শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের নিরস্ত করেন।

যাত্রাপালার মধ্যে প্রাক নির্বাচনী প্রচার

মেহবুব গাজি, ডায়মন্ড হারবার : লোকসভা নির্বাচনে গ্রাম বাংলায় প্রচার শুরু করতে যাত্রাপালা বেছে নিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ আজও যাত্রাপালার মধ্যে দিয়ে সহজে গ্রাম বাংলার মানুষকে বার্তা পৌঁছানো যায়। যাত্রাপালায় অভিনয় করলেন কুলপি পঞ্চায়েতে সমিতির জয়ী সদস্য ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পদাধিকারীরা। বিগত বাম সরকারের ৩৫ বছরের ব্যর্থতা আর তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে যাত্রাপালায়। এরকমই একটি যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হল কুলপির রাধানগর এলাকায়।

হাতে মাত্র পাঁচ মাস। বিধানসভা নির্বাচনের মতো রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বজায় রাখতে প্রখ্যাত পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে যাত্রাপালার মহড়া শুরু করেন তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। অভিনয় করেছেন দলের যুব সভাপতি প্রদীপ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য তথা কর্মাধ্যক্ষ মহানন্দ হালদার, সদস্য সুজিত হালদার। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন মহিলা সদস্য চৈতালি কয়াল, মমতা হালদার। বিগত বাম সরকারের আমলে নদী বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুর্নীতিকে তুলে ধরা হয় যাত্রায়। তাছাড়া রয়েছে বাম আমলের ব্যর্থতার দিক। অন্যদিকে রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর বেকার সমস্যা কতটা মিটেছে এলাকায়, বিপিএল তালিকাভুক্ত কী কী সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হয়েছে এবং আগামী দিনের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বার্তা পাঠানো হয় যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে।

স্থানীয় বিডিও সেবানন্দ পন্ডা জানান, যাত্রাপালার মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য-সদস্যরা এলাকার মানুষের কাছে রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরছে এটা একটা অভিনব দিক। সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বার্তা পাঠানো যায়। বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন, ৩৪ বছরের অপশাসনে অন্ধকার সমাজকে তিন বছরে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যেভাবে আলোতে ভরিয়ে তুলেছে যাত্রাপালা দেখার পর মানুষ তা বিচার করবে।

ধর্ষণের অভিযোগে জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গোসাবা থানার পাখিরালয় গ্রামে স্থানীয় গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্রীদাম মণ্ডল, জনার্দন মণ্ডল নামে দুই স্থানীয় ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ওই মহিলার স্বামী কর্ণাটকে গিয়েছিলেন দিন মজুরের কাজ করতে। সেই সুযোগে মহিলাকে একা পেয়ে শুক্রবার রাতে ওই দুই ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে ভয় দেখায় যেন সে না বলে।

তাঁর স্বামী বাড়ি ফিরে এলে তাকে সব কথা খুলে বলায়, ওই দম্পতি গোসাবা থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন।

আলিপুর আদালত ধৃতদের ৭ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

তালদিতে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: তালদি কৃষ্ণনগর গ্রামে আব্দুল রূপ মল্লিক (৫৫) নামে এক ব্যক্তি শুক্রবার রাতে খুন হয়। ঘটনার দিন রাতে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরেন তিনি। তাঁকে ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আব্দুল রূপকে আক্রমণ করে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

C M Y K

গ্ল্যান্ড টিবির সহজ চিকিৎসা

ডাঃ ভবানী প্রসাদ পাল

অনেক ছোট ছেলেমেয়ে আমার কাছে চিকিৎসা করার জন্য আসে তাদের ওজন ও উচ্চতা বাড়ছে না। নানান দামিপানিয় খাওয়ান হয়েছে। অথচ একই মায়ের অন্য ছোট সন্তানদের উচ্চতা ঠিক আছে।

পরীক্ষা করে দেখলাম গলার দু'ধারে শক্তগুলি বাইরে থেকে অনুভব করা যাচ্ছে।২ থেকে ৫ টি গলার ধারে।এমনকী বগলের নিচে চেনেরমতো পরপর নিচে গুলি আরও ৪-৫টি। এবার বাচ্চারমাকে প্রশ্ন করে জানলাম শীতকালে ঘুমের ১০ মিনিটের মধ্যে মাথায় ঘাম হয় কি? উত্তর পেলাম কপাল ঘামে। পরের প্রশ্ন গুমোজ্বর হয় কি? কোনও কোনও শিশুর বিকালে জ্বর হয় জানলাম।

চিকিৎসা:- ১টি করে পলাশ পাতার রস পরপর তিন দিন খাওয়াতে হবে। তাতে যে কোনও ধরনের টিবি রোগে যেমন, লাং, বোন অথবা অন্য কোথাও টিবি রোগ থাকলে মাথার ঘাম ঘুমের সময় হবে না। তখন ৫০ শতাংশ রোগ কমবে। দিনে দু'বার বায়োকেমিক ওষুধ CALCPHOS 3X তিনটি করে বড়ি এক মাস একই ওষুধ ৪টি করে বড়ি ১০ বছরের বড় শিশুদের জন্য যথেষ্ট। এরপরে যদি গলার দু'ধারের গ্ল্যান্ডে অল্প অল্প থাকে থাকলে CALCPHOS 6X খাওয়াতে হতে পারে।

দীর্ঘদিনের রোগে জ্বর চলতে থাকলে শিবাম্বু IX (স্বমূত্র ১ চামচ ঔ জল ৯ চামচ একটি কাঁচের বোতলে রেখে চল্লিশবার ঝাঁকিয়ে IX প্রস্তুত করা হয়) সকালে পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকি, তবেই গ্ল্যান্ড টিবি সারে।

প্রসঙ্গত, জানাই গ্ল্যান্টটি টিবি ছাড়া টিউমার, অর্শ, বাত, বন্ধ্যাত্ব, হাঁপানি ইত্যাদি দূরারোগ্য রোগের সুচিকিৎসা করি। BPL রেশনকার্ডধারীদের, নিম্নবিত্তদের রোগী দেখার ফি নিই না, ওষুধ অন্যত্র কিনেনিতে হবে অথবা দাম দিতে হবে। যোগাযোগ: ০৩৩-২৪৯৫-৯২৩১।

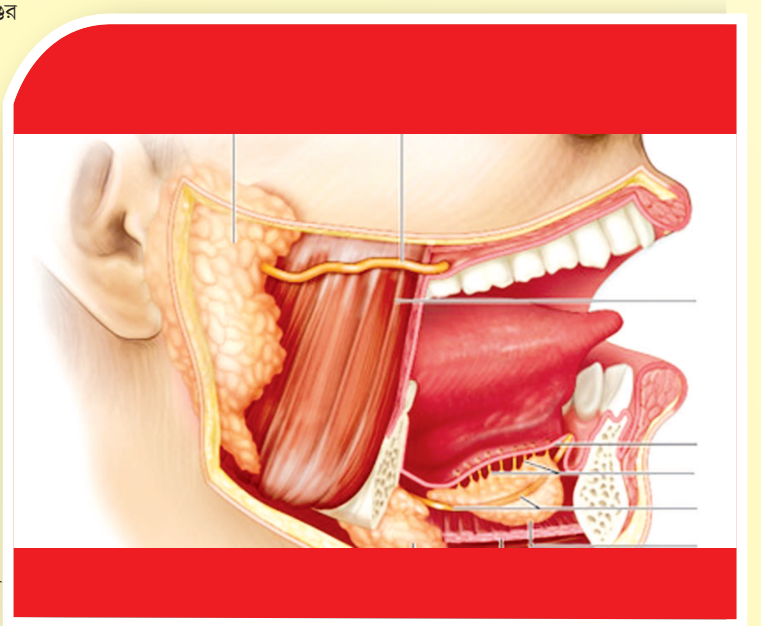

ডায়াল করুন এই নম্বরে

হাসপাতালের নম্বর

এসএসকেএম-২২০৪ ১১০০
আরএন টেগর-২৪৩৬৪০০০
এনআরএস-২২৬৫২২১৪
রামকৃষ্ণমিশন সেবা প্রতিষ্ঠান-২৪৭৫৩৬৩৬-৯
ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ-২২৮৯৭১২২-২৩
মেডিকেল কলেজ-২২৪১৪৯০১
আরজিকর-২৫৫৫৭৬৭৫
বাঙ্গুর-২৪৭৩৩৩৫৪
শম্ভুনাথ পণ্ডিত-২৩০২২৮০০
পিয়ারলেস-২৪৬২২৩৯৪
নাইটিঙ্গেল-২২৮২৭৪৬২
শুশ্রুত-২৩৫৮০২০১
রুবি জেনারেল-৩৯৮৭১৮০০
বিএম বিড়লা-২৪৫৬৭৮৯০
অ্যাপেলো গ্লেনিগালস-২৩২০২১২২
বিপি পোদ্দার-২৪৪৫৮৯০১
ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক-২৬৪৪৫৫১৬

অ্যাম্বুলেন্স

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
রানি রাসমনি মিশন ২৪৩১৯৮৮৫
চেতলা বস্তি উন্নয়ন ২৪৪৯০২৮৬
ডঃ বিধানরায় মেমোরিয়াল-২৫৭৪৯৭৩৮
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
মেডিকেল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
মাতৃসঙ্ঘ জনকল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
তালতলা পিপি-২২৬৫-৩২৩৯
রাতের ওষুধ এবং অক্সিজেন
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যালকাটা ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নম্বরের আগে ০৩৩ বসবে।

বাস্তুশাস্ত্র মতে কি করে ত্রুটি দূর করবেন

বাস্তুদোষ থাকে ঘরের মধ্যে, বাড়ি নানা জায়গায়। স্থান পরিবর্তন করে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তুদোষ পরিবর্তন করা যায়। প্রত্যেক বাস্তুদোষেরই কিছু কিছু ত্রুটি পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। বলা বাহুল্য, যদি সেগুলি সঠিকভাবে পরিবর্তন করা যায়, তাহলে সংসারে এবং জীবনে সুখ আসে।

১)ক্যাম্পার ক্রিস্টাল : প্রকৃত ক্যাম্পার ক্রিস্টাল ঘরে ব্যবহার করলে যত নেগেটিভ তরঙ্গ থাকে তার মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

২)আয়না: ঘরে আয়না ব্যবহার করলে নেগেটিভ তরঙ্গ থেকে সমতা ফিরে আসে।

৩) সমুদ্রজাত নুন এবং নুন দিয়ে তৈরি বাতি: সমুদ্রজাত নুন ঘরের মধ্যে যত নেগেটিভ তরঙ্গ থাকে তা শুষে নিতে পারে।

৪) তামার তারের ব্যবহার : বাস্তুশাস্ত্র মতে তামার ব্যবহার হল সবচেয়ে ভাল জিনিস। তামার তারের সাহায্যে যে কোনও জায়গায় আকার কোনও ভুল থাকলে তা পরিবর্তন সম্ভব হয়। এর দ্বারা ঢাকা দেওয়া তারের লাইন ঘরের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ভুল পথকে শুধরে দেওয়া সম্ভবপর হয়। তামার তার দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী যন্ত্র তৈরি করা হয়।

৫) পিরামিড : পিরামিড শব্দের অর্থ মাঝের জায়গায় পিরা অর্থাৎ আগুন থাকে। পিরামিড যন্ত্র বৈজ্ঞানিক ভাবে তৈরি করা হয় এবং সেখানে পবিত্র মানসিকতা বিরাজ করে। নন ফেরাস ধাতু দিয়ে , কার্ড বোর্ডের সাহায্যে, বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক পাথর কাঁচ প্রভৃতি দিয়ে পিরামিড তৈরি করা যায়। এই পিরামিড যন্ত্র বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

৬) রং : অশুভকে নাশ করতে বিভিন্ন ধরনের রং বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। রঙের ব্যবহার বাস্তুর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অনিন্দের ছটা সঠিকভাবে এগানোর জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

৭) ক্রিস্টাল বল ও পেনসিল : ক্রিস্টাল জাত জিনিসের কোনগুলি অনেক বিপরীতার্থক

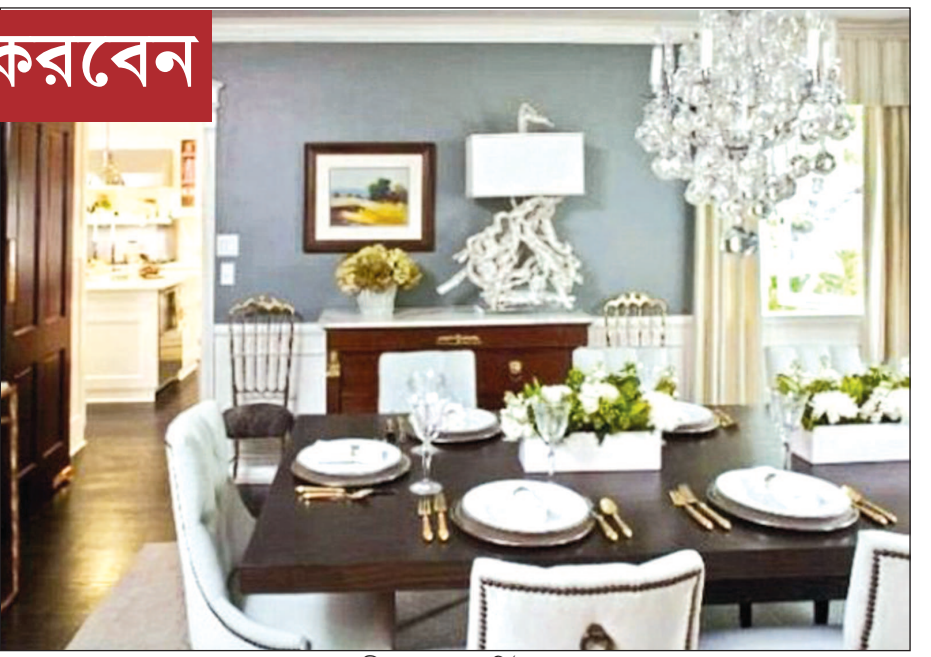

প্রভাবকে দমন করতে পারে। এর দ্বারা অজানা ক্ষত দূর হয়ে যায়। এর দ্বারী মানুষের এনার্জির স্তরও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও অনেকভাবে এর ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

বিশৃঙ্খল আচরণ বিদেশিদের

ষোলো পাতার পর

ধারে কাছে এবার এখনও পর্যন্ত যেতে পারেনি। ফলে সে প্রায়শই মাথা গরম করে ফেলছে। চিডি অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের মানুষ, কিন্তু তার মধ্যেও ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে তাকেও মাঠে আজকাল মাথা গরম করতে দেখা যাচ্ছে। এবছর এখনও পর্যন্ত মোহনবাগানের ইচে ছাড়া আর কেউ সেই অর্থে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছে না। আমাদের কলকাতার বড় ক্লাবের কর্তারাও বিদেশিদের বড্ড বেশি মাথায় তুলে রেখেছেন। বহুক্ষেত্রে তাদের প্রশ্রয়েই বিদেশিরা অনেক অন্যায় করে পার পেয়ে যাচ্ছেন। কোচেরাও বিদেশি খেলোয়াড়দের সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। মাঠে কোনও খেলোয়াড় বিশৃঙ্খল আচরণ করলে কোচের উচিত তাকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া। এখানে সেটা হয় না। বরং কোচ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের এইসব আচরণকে আড়াল করতে চেষ্টা করে। যার ফলস্বরূপ এইরকম ঘটনা হামেশাই মাঠে দেখা যাচ্ছে।'

বিদেশি খেলোয়াড়দের এই বিশৃঙ্খল আচরণ প্রসঙ্গে ময়দানের সত্যিকারের দ্রোণাচার্য কোচ রঘু নন্দী মনে করছেন, 'পারফরমেন্স করতে পারছে না বলেই বিদেশি খেলোয়াড়রা এইরকম আচরণ করছে। আজকে কলকাতা মাঠে বড় দলের খেলা অধিকাংশ বড় খেলোয়াড়ই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছে না। টিমে বিদেশিরা একটা তফাৎ গড়ে এটা ঠিক কথা। কিন্তু তা বলে তাদের বিশৃঙ্খল আচরণ কখনই মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের কোচেদের উচিত খেলোয়াড়দের এই উশৃঙ্খল মনোভাবকে আরও কঠোরভাবে দমন করতে হবে। সেটা না করতে পারলে টিমের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যা আজকাল প্রায়শই বহু বড় টিমের মধ্যে হচ্ছে। আসলে কোচেরাও নিরুপায়। কারণ, তাদের হাতে বিকল্প ভাল খেলোয়াড়ের বড়ই অভাব। অনেকক্ষেত্রে কোচকে অনেক কিছু আবদার, বিশৃঙ্খলা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।'

কলকাতা ময়দানের আর এক প্রাক্তন খেলোয়াড় যাকে কলকাতা মাঠে সবাই খুব টাফ অথচ ভদ্র খেলোয়াড় রূপে চিনতেন সেই প্রদীপ চৌধুরী মনে করছেন, 'বিদেশি খেলোয়াড়দের ক্লাবের কর্তারা বড্ড বেশি মাথায় তুলে রেখে দিয়েছেন। তার ফলে তাদের মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব অনেকসময় কাজ করে। তারা জানে ভাল না খেললেও তাদের কিছু বলার মতো সাহস কোচেদের নেই। ক্লাব কর্তারা যদি প্রথম থেকেই তাদের প্রতি একটু কড়া মনোভাব দেখাতেন তাহলে বিদেশি খেলোয়াড়রা কখনই এধরনের আচরণ বার বার করার সাহস পেতেন না। ক্লাব কর্তাদের ব্যর্থতাতেই এই ব্যাপারগুলো বার বার ঘটছে। আমাদের এখানকার বিদেশি খেলোয়াড়রা কেউই মেসি-রোনাল্ড মাপের খেলোয়াড় নয়, তাহলে তাদের কেন এতো প্রাধান্য দেওয়া হবে।'

বিদেশি খেলোয়াড়দের এই বিশৃঙ্খল আচরণ সম্পর্কে ময়দানের একদা বহু বিদেশি ফরোয়ার্ডের ত্রাস বর্তমানে পুলিশ এসি দলের কোচ স্বরূপ দাস মনে করছেন, 'আসলে এখনকার বিদেশিরা নিজেদেরকে ভাবতে শুরু করেছে সেরা। বাঙালি খেলোয়াড়দের তারা কখনই সেইভাবে গুরুত্ব দেয় না। আমাদের সময় বহু বিদেশি খেলেছে। কিন্তু তখন কখনই আমাদের তাদের সঙ্গে কোনওপ্রকার সংঘাত হয়নি বা বিদেশিরাও কখনও নিজেদেরকে আমাদের থেকে সেরা ভাবত না। আমাদের দেশে বিদেশিদের প্রতি ক্লাব কর্তারা একটুবেশি লিবার‍্যাল। বিদেশিদের আচরণ নিয়ে একটা নিয়ম তৈরি করা উচিত। ক্লাব কর্তারা তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকেন, আর এই সুযোগটাকেই বিদেশিরা কাজে লাগায়। চুক্তির মেয়াদ শেষের আগে বিদেশিদের ছাঁটাই করতে গেলে ক্লাবগুলোকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। ছোট ক্লাবগুলো এই সমস্যায় সবথেকে বেশি জর্জরিত। ছোট টিমে খেলা বিদেশিরা ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বাইরে বহু খেপ খেলে বেরায়। আর এই খেপ খেলতে গিয়ে তারা চোটও পায়। ছোট ক্লাবগুলো এইসব ঘটনা জেনেও অনেকসময় আর্থিক কারণে সবকিছু মেনে নেয়। এ বছর ক্লাব কোচিং করাতে গিয়ে এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

বিদেশি খেলোয়াড়দের এই বিশৃঙ্খল আচরণ প্রসঙ্গে ময়দানের সর্বকালের অন্যতম সেরা রাইটইঙ্গার মানস ভট্টাচার্য মনে করছেন, 'এই মুহূর্তে যেসব বিদেশি কলকাতার বড় দলগুলিতে খেলছে তাদের একজনও অতীতের ফর্মের ধারেকাছে নেই। আর তার থেকেই তাদের মনের মধ্যে একটা হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ এই সব ঘটনাগুলো ঘটছে। কলকাতার রেফারিদের আরও কঠোরভাবে এইসব কিছু দমন করা উচিত। খেলার মাঠে এমনকিছু আচরণ করব না যার রেশ দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। কোচকেও বিদেশি খেলোয়াড়দের মনস্তত্ত্বটা ভালভাবে বুঝতে হবে। এখনকার দিনের বিদেশি খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে। আমাদের সময় মজিদ-জামশিদকে কখনই মাথাগরম করতে দেখিনি এবং বাজে ভাষা ব্যবহার করতে দেখিনি। ক্লাব কর্তাদেরও বিদেশিদের প্রতি একটু কঠোর মনোভাব নেওয়া দরকার। তা না হলে আগামী দিনে এইধরনের পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। যা ফুটবল খেলাকে কলঙ্কিত করে তুলবে।'

টেনেছিলেন সব আকর্ষণ

ষোলো পাতার পর

জুর্গেন ক্লিনসম্যান এবং জার্মান অধিনায়ক লোথার ম্যাথিউজ। অপরদিকে এসি-র তিন মূর্তি নেদারল্যান্ডের কমলা জার্সি পড়ে গুলিত,বাস্তেন এবং রাইকার্ড। জার্মান দল প্রথম থেকে তীব্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। গুলিত ও বাস্তেন তাদের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে পারছিলেন না। কিন্তু রাইকার্ড একাই জার্মান সমর্থকদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছিলেন। কোচ বেকেনবাওয়ারকে দেখা যাচ্ছিল উন্মাদের মতো সাইড লাইনের পাশে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এই অবস্থায় জার্মানির ভোলার এবং রাইকার্ডের মধ্যে তীব্র গণ্ডগোল বাঁধলো। রেফারি দুজনকেই লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বার করে দিলেন। যদিও দুদলকেই দশজন নিয়ে খেলতে হল বাকি সময় কিন্তু রাইকার্ড না থাকায় নেদারল্যান্ড দল ভেঙে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে পরাজিত হল। লাল কার্ড দেখে ভোলার যেভাবে হাসিমুখে মাঠ থেকে বেড়িয়ে আসছিলেন তাতে বোঝা গেল রাইকার্ডকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এটা ছিল জার্মান বাহিনী ট্যাকটিকস।

এরপর আগামী সংখ্যায়

মাধ্যমিক ও স্নাতক নিয়োগ

দুয়ের পাতার পর

ক্লার্ক ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের টেস্ট নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষার পর নেওয়া হবে ইন্টারভিউ।

আবেদন পদ্ধতি: www.murshidabad.nic.in এই ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করে যথাযথভাবে ভর্তি করে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। ফর্মটিকে একজন গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে অ্যাটেস্টেড করে এককপি পাসপোর্ট মাপের ফটো অ্যাটেস্টেড করে দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। দরখাস্ত খামে ভরে ওপরে লিখবেন - Application for the post of - পাঠাবেন এই ঠিকানায় The Chairman, DISC & District Magistrate, Murshidabad, Post-Berhampure Dist. Murshidabad, Pin-৭৪২১০১.

অনলাইনে দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

ফর্মের প্রিন্ট আউট পাঠানোর শেষ তারিখ ডাকযোগে ৪ মার্চ ২০১৪।

তিন বছরেও শেষ হল না

ষোলো পাতার পর

মার্চ মাসের মধ্যে তো এত টাকা জোগাড় অসম্ভব। যদি পরবর্তী আর্থিক বছরে ইউবি গ্রুপ পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে তবে চেয়ার বসানোর কাজ সম্ভব হতে পারে। গঙ্গাপারের তাঁবুর বেশকিছু কর্তা বুক বাজিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন, জুলাই মাসের মধ্যেই এই আধুনিক গ্যালারি তৈরি হয়ে ক্লাবের ১২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান শুরু হবে। কিন্তু অধিকাংশ কর্তা ও নিয়মিত সদস্যরা আড়ালে বলছেন, এই কাজ অসম্ভব বলেই মনে হয়। এমনকী রাজ্যের মন্ত্রী ও ক্লাবের সহসভাপতি অরূপ বিশ্বাস ও মোহনবাগানের ঘরের ছেলে বর্তমানের তৃণমূল সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জিও অন্তরঙ্গমহলে নাকি বর্তমান ক্লাব কর্তাদের এই গড়িমসির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে অসমর্থিত সূত্রের খবর।

এইসব কর্তাদের আর কতদিন ক্লাব সদস্যরা সহ্য করবেন।

সাধারণ দর্শকদের জন্য তৈরি সবুজ গ্যালারির অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়। দীর্ঘদিন খেলা হয়নি বলে ঘন জঙ্গল হয়ে গিয়েছে গ্যালারির মধ্যে। ওইদিককার বেড়াও ভেঙে পড়ছে। ভাঙা বেড়া দিয়ে বেশকিছু সমাজ বিরোধী রাতের দিকে গ্যালারিতে ঢুকে আসর জমায় বলে ময়দানে ঘোরাফেরা ব্যক্তিদের অভিযোগ। সমস্যা হচ্ছে এর দায়িত্ব আবার পূর্ত দফতরের। ক্লাব সূত্রে বলা হচ্ছে, পূর্ত দফতরকে নাকি গত দশ মাসে একুশটি চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকারি প্রতিনিধি এসে মাঠ দেখে রিপোর্ট দেয়নি। ওই রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অর্থ মঞ্জুর হবে না, টেন্ডার ডেকে কাজও দেওয়া হবে না।

বাংলা জুড়ে অজস্র ক্লাব যখন ক্রীড়াপ্রেমী এই সরকারের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে অনুদান পেয়েছে তখন মোহনবাগান ক্লাবে পূর্তদফতর যে কেন নিজেদের কাজটুকু করছে না তা রীতিমতো রহস্য। অথচ মোহনবাগানের প্রথম সারির কর্তাদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন রাজ্যের মন্ত্রী, কলকাতা পুরসভার উত্তর কলকাতাবাসী এক বিশিষ্ট মেয়র পারিষদ যিনি মাঝে মধ্যেই ক্লাব রাজনীতিতে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েন এবং রাজ্যসভার এক সাংসদ যিনি ক্লাবের অন্যতম মুখ্য নিয়ন্ত্রক। এছাড়া বিশিষ্ট মন্ত্রীদের ঘনিষ্ট কয়েকজন আত্মীয় তো আছেনই। তবু আজ অবধি কেউ পূর্ত দফতরে উমেদারি করে ক্লাবের বেড়া সারানোর ব্যবস্থা করতে পারেননি।

গত দশ বছর ১২৫ বছরের জাতীয় ক্লাবে যে কর্তাদের একমাত্র অবদান বিরোধীদলকে টাইট দেওয়ার জন্য খেলোয়াড়দের সবধরনের উশৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং বছরে দুবার-তিনবার করে কোচ বদলের সার্কাস দেখানো তাদের আর কতদিন ক্লাব সদস্যরা সহ্য করবেন। বিশেষ করে মোহনবাগান এমন একটি ক্লাব যার সঙ্গে গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি বাঙালির আবেগ ও ভালবাসা জড়িয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মন্দিরবাজার সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প
মন্দিরবাজার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিজ্ঞপ্তি নং:- ০৫/আই.সি.ডি.এস/এম.ডি.বি **তারিখ :-** ০২/০১/২০১৪ অনুযায়ী মন্দিরবাজার সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পের ৩৩টি শূন্য অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য মন্দিরবাজার প্রকল্প এলাকার ০১-০১-২০১৪ পর্যন্ত ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মহিলারা আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তপশীলি জাতি/উপজাতি/অনগ্রসর সম্প্রদায়ভূক্ত (ও,বি,সি- A ও B) প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়মানুযায়ী পদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা- প্রার্থীকে অবশ্যই মাধ্যমিক স্কুলফাইন্যাল হাইমাদ্রাসা বা কোনো স্বীকৃত বোর্ডের তৎসবতুল কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন উর্ধ্বসীমা নেই। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনপত্রে জন্য মন্দিরবাজার সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প অফিসে যোগাযোগ করুন। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদের আবেদনপত্র প্রকল্প অফিস থেকে বিনামূল্যে ২৭/০১/২০১৪ তারিখ থেকে ২৬/০২/২০১৪ পর্যন্ত, সমস্ত কাজের দিন (বেলা ১২টা থেকে ৩টা) পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ২৬/০২/২০১৪ (বেলা ৪টা পর্যন্ত)।

বি.দ্রঃ-আবেদনপত্র নেবার সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারীক
মন্দিরবাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

স্মারক নং- ৫৮/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/তারিখ - ২২/০১/২০১৪

ভারতরত্ন

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ভারতরত্ন তুলে দিলেন ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকরের হাতে। দেশে যখন দুর্নীতি ও আদর্শহীনতার স্রোত বইছে তখন দেশের স্বার্থে নিজেকে সর্বতোভাবে নিবেদন করার প্রতিমূর্তিরূপে শচীন যেভাবে মগ্ন রয়েছেন তাঁর উপযুক্ত পুরস্কার রূপেই তাঁকে ভূষিত করা হল ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ এই শিরোপায় ভূষিত করে। ভারতে প্রথম কোনও ক্রীড়াবিদ দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন। সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে তৈরি এক তথ্যচিত্র সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ঝড় তুলেছে। ছবি: ফেসবুক।

ময়দানের অপদার্থ প্রশাসনের প্রশ্রয়েই বিশৃঙ্খল আচরণ বিদেশিদের

আই লিগ'ই হোক আর স্থানীয় কোনও টুর্নামেন্টই হোক প্রায় সংবাদ শিরোনামে আসছে ভারতে খেলা বিদেশি ফুটবলারদের অভব্য ও বিশৃঙ্খল আচরণ। কেন দিন দিন বেড়ে চলেছে এই ধরনের অসভ্যতা তা নিয়ে ময়দানের হাড়ির খবর রাখা ফুটবল ব্যক্তিত্ব যথা- মানস ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, অলোক মুখার্জী, স্বরূপ দাস ও রঘু নন্দীর মতামত শুনলেন আমাদের প্রতিনিধি অভিমন্যু দাস।

ঘটনা এক: চিডি এবং সুয়েকার মধ্যে খেলা চলাকালীন গণ্ডগোল।

ঘটনা দুই: মোগাকে খেলা চলাকালীন তুলে নেওয়ায় বেরোনোর সময় কোচের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ।

ঘটনা তিন: আইলিগে মোহনবাগানের বিশ্রী হারের পরে ড্রেসিং রুমে ঢোকার পথে ওডাফার জুনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে অভদ্রোচিত আচরণ।

ঘটনা চার: কাতসুমিকে ম্যাচ থেকে তুলে নেওয়ায় কোচ করিমের প্রতি অভদ্রোচিত আচরণ।

আজকাল কলকাতা মাঠে বড় দলের বিদেশি খেলোয়াড়দের এইরকম আচরণ প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়টি অতীতের বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে খুব একটা দেখা যেত না। কিন্তু আজকাল এটা প্রায়শই ঘটছে। কেন এই ধরনের ঘটনাগুলি ঘটছে সে সম্পর্কে প্রাক্তন ফুটবলার এবং কোচেদের সঙ্গে কথা বলার সময় নানান মত বেরিয়ে এল। যেমন, প্রাক্তন ফুটবলার অলক মুখার্জি মনে করছেন, 'বড় দলে আজকাল যেসমস্ত বিদেশি খেলোয়াড়রা খেলছে তারা কেউই আর তাদের সেরা ফর্মের মধ্যে নেই। ওডাফা চোট নিয়ে খেলছে। ফলে তার থেকে যে খেলা আমরা আশা করে থাকি তার ধারে কাছে সে যেতে পারছে না। এর জন্য তার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে একটা হতাশা। তার আচরণের মধ্যদিয়ে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। মোগাকে আমরা পুনে এফসিতে গত বছর যে দূরন্ত পারফরমেন্সে দেখেছিলাম তার

এরপর পনেরো পাতায়

তিন বছরেও শেষ হল না মোহনবাগান গ্যালারি সংস্কারের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১১'র শেষ দিক। শুরু হয়েছিল মোহনবাগান গ্যালারির সংস্কার করে নতুন ঝকঝকে দর্শক গ্যালারি তৈরির কাজ। সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল এখনও অবধি কাজ চলছে-চলবে। আদৌ এই শতকে শেষ হবে কিনা কেউ জানেন না। প্রথম কয়েকমাস কাজ বেশ দ্রুতই চলছিল। তারপরেই গরুর গাড়ির চেয়েও স্লথ গতিতে কাজ চলছে। মূল কারণ, অর্থাভাব। টাকার অভাবে টিমই নাকি ঠিকমতো তৈরি করতে পারছেন না উপরন্তু মাঠ সংস্কারের টাকা তারা কোথায় পাবেন। তবে নিম্ন দুকেরা বলছেন, এর পিছনে শাষকগোষ্ঠীর রাজনীতির খেলাও আছে। যেহেতু গ্যালারি ভাঙা হয়েছে কলকাতা লিগের ম্যাচ মোহনবাগানকে নিজেদের মাঠে খেলতে হচ্ছে না। এবার সবুজ-মেরুন দলের খেলার যা হাল তাতে এই মাঠে খেলা হলে ক্লাবের উগ্র সদস্য-সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হত ক্লাব কর্তাদের। বর্ষীয়ান কিছু সদস্য বলছেন, ক্লাবের সহসভাপতি কুমারশংকর বাগচি মাঠ সংস্কারের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পরই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে অপর এক কর্তার সৌজন্যে কিছু অর্থ জোগাড় হওয়ায় ঢিমে তালে আবার কাজ শুরু হয়েছে। যে ঠিকাদার সংস্থা কাজের বরাত নিয়েছে তারা সময় মতো পয়সা না পাওয়াতেই কাজের এই হাল। সদস্য গ্যালারির নতুন ধাপগুলি তৈরি হয়েছে। তবে সিমেন্টের কাজ এখনও হয়নি। কথা হচ্ছিল ওখানে বেশকিছু বাকেট চেয়ার বসবে। কিন্তু এইবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে গত ছ'মাস ধরে। শেষ অবধি কিছুদিন আগে কর্মসমিতির সভায় আলোচনা হয়েছে যে, বাকেট চেয়ার বসাতে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কথা বলা হবে। এবিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সারা গ্যালারি জুড়ে বাকেট চেয়ার বসাতে ১৪ লক্ষ টাকা লাগবে। এবছরের

এরপর পনেরো পাতায়

পূর্ত ও ক্রীড়া দফতর উদাসীন

বুড়ো মিল্লাই টেনেছিলেন সব আকর্ষণ

গত সংখ্যার পর

১৯৯০ এ ইতালিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানির কোচ হলেন জার্মান কিংবদন্তী বেকেনবাওয়ার। যিনি অধিনায়ক হিসেবে ৭৪-এ দেশকে বিশ্বকাপ দিয়েছেন। ৬৬-তে রানারস আপ করেছেন। তার ওপর দিয়েগো মারাদোনা তো নিজের ফুল ফর্মেই তখন ছিলেন। অপরদিকে আকর্ষন দানা বাঁধছিল রুডগুলিট, মার্কভান বাস্তেন এবং ফ্রাঙ্ক বাস্তেন খচিত হল্যান্ড (নেদারল্যান্ড) কে নিয়ে। দুবছর আগেই ৮৮-তে এই হল্যান্ড দল অনবদ্য খেলে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু খেলা শুরু হতে। সমস্ত আকর্ষন কেড়ে নিল কৃষ্ণাঙ্গ মহাদেশ ক্যামেরুন দল। এই দেশের অধিনায়ক ৩৮ বছর বয়সী রজার মিল্লার পায়ের জাদুতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের। রজার এর বেশ কিছুদিন আগেই ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বকাপে স্থান পাওয়ার বিরল সৌভাগ্য হওয়াই দেশের রাষ্ট্রপতির অনুরোধে তাকে অবসর ভেঙে দলের গুরু দায়িত্ব দিতে হয়। সেবার ক্যামেরুন দল অনবদ্য ফুটবল উপহার দিয়ে শেষ আটের মধ্যে পৌঁছয় কিন্তু ইংল্যান্ডের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের পরাজিত হতে হয় ৩-২ গোলে। রজার মিল্লা সেই প্রবীণ বয়সেও ৪টি চোখ ধাঁধানো গোল করে বিশ্বকাপে সর্বকালের সেরাদের মধ্যে স্থান করে নেন।

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল পশ্চিম জার্মানি এবং নেদারল্যান্ড খেলাকে ঘিরে। এর আগে নেদারল্যান্ডের বিশ্ব কাঁপানো টিমকে ৭৪-র ফাইনালে হার মানতে হয়েছিল বেকেনবাওয়ারের জার্মানির কাছে। এবার মিলানে অনুষ্ঠিত এই খেলাকে ঘিরে উত্তেজনা আরও তুঙ্গে উঠল। এর আরও কারণ এই শুধু দু দেশের লড়াই নয়। মিলান নগরবাসীর কাছে এ হয়ে দাঁড়াল তাদের ডার্বি ম্যাচ। কারণ মিলান শহরের দুই প্রধান চিরশত্রু ক্লাব হল ইন্টার মিলান এবং এসি মিলান। জার্মানির জার্সি পড়ে মাঠে নামলেন ইন্টারের আন্দ্রে ব্রেহমে,

এরপর পনেরো পাতায়

বিশ্বকাপের সাতকাহন

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **সম্পাদক ঃ** ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সুধীর নন্দী কর্তৃক নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক ঃ** কুণাল মালিক।